বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন,
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন,
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে নিষ্পন্ন কার্যাবলির ওপর প্রস্তুতকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) ধারা অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে দাখিল করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

সম্পাদনা পরিষদ

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, এনএইচআরসিবি	সভাপতি
মো. নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য,এনএইচআরসিবি	সদস্য
নুরুন নাহার ওসমানী, সদস্য, এনএইচআরসিবি	সদস্য
এনামুল হক চৌধুরী, সদস্য,এনএইচআরসিবি	সদস্য
অধ্যাপক আখতার হোসেন, সদস্য,এনএইচআরসিবি	সদস্য
বাঞ্ছিতা চাকমা, সদস্য,এনএইচআরসিবি	সদস্য
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা, সদস্য,এনএইচআরসিবি	সদস্য

সহযোগী সম্পাদক

হিরন্ময় বাড়ৈ, সচিব, এনএইচআরসিবি

সহকারী সম্পাদক

কাজী আরফান আশিক, পরিচালক, এনএইচআরসিবি

এম. রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক, এনএইচআরসিবি

ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, এনএইচআরসিবি

কপিরাইট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)

৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,

পিএবিএক্স : ০২-৫৫১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

হেল্পলাইন : ১৬১০৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা ---- ০৯

সম্পাদকীয় ---- ১২

নিবেদন ---- ১৩

অধ্যায় ১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ পরিচিতি ---- ১৫

অধ্যায় ২ : মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় উপস্থিতিতে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন ---- ১৮

অধ্যায় ৩ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এসডিজি বাস্তবায়নে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন ---- ১৮

অধ্যায় ৪ : এসডিজি-সমূহ: মানবাধিকারের একটি প্লাটফরম এবং এনএইচআরআই-সমূহের ভূমিকা ---- ১৯

অধ্যায় ৫ : ২০১৭ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ---- ২২

অধ্যায় ৬ : অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ---- ২৫

৬.১ অভিযোগের পরিসংখ্যান ---- ২৫

৬.২ অভিযোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রমের চিত্র ---- ২৬

৬.৩ স্বতঃ প্রনোদিত অভিযোগ সমূহ ---- ২৮

অধ্যায় ৭ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৭ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ---- ৩১

৭.১ অফিস স্থানান্তর এবং বিভাগীয় অফিসের উদ্বোধন ---- ৩১

৭.২ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তড়িৎ পদক্ষেপ ---- ৩১

৭.৩ মানবাধিকার সংক্রান্ত দিবস উদযাপন ---- ৩২

৭.৪ কমিশন সভার প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ ---- ৩৪

৭.৫ সেমিনার/কর্মশালা ---- ৩৪

৭.৬ গবেষনা ও প্রকাশনা ---- ৪৫

৭.৭ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ---- ৪৫

৭.৮ এনএইচআরসিবি এবং তথ্য প্রযুক্তি ---- ৪৬

অধ্যায় ৮ : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ---- ৪৭

অধ্যায় ৯ : প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় ---- ৫০

সংযুক্তি:

০১: আর্থিক প্রতিবেদন ---- ৫২

০২: সদস্যবৃন্দের তালিকা ---- ৫৪

০৩: কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা ---- ৫৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

প্রারম্ভিকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(১) ধারা অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৭ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করছি।

সারা বছর ধরেই কমিশন তার ম্যান্ডেট-ভুক্ত কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ যার অনেকগুলোই পূর্ববর্তী বছরে শুরু করা হয়েছিল এবং যেগুলো প্রধানত: কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পিত ও বাস্তবায়নাধীন ছিল তা এগিয়ে নিতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। কমিশন তার ম্যান্ডেট-ভুক্ত ভূমিকাসমূহ যেমন- আইন-বিধি পর্যালোচনা, জনগণের অধিকার-বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক সরকারকে পরামর্শ প্রদান, নারী, শিশু, ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও দক্ষতার সাথে পালন করেছে। নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার প্রাপ্তি এবং তাদেরকে সাংবিধানিক ও আইনগত নিরাপত্তা সরবরাহের উদ্দেশে কমিশন কতকগুলো বিশেষ এবং স্পর্শকাতর ঘটনার অভিযোগের ওপর সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহন করেছে। ২০১৭ সনে কমিশন সর্বমোট ৬৪৪টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ৩৫৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে, বিশেষ করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগগুলির ওপর যথাযথ অনুসন্ধান ও ফুলবেঞ্চ শুনানীর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ব্যাপক আলোচনা ও পরামর্শকরণের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান ০৯টি থিমেটিক কমিটির বাইরে কমিশন আরও দু'টি থিমেটিক কমিটি গঠন করেছে। এ দু'টি হচ্ছে **প্রবীনদের অধিকার সংক্রান্ত কমিটি** এবং **জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটি**। সবগুলো কমিটিকেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারি কর্মীদের মধ্য থেকে আরও সদস্যদের সম্পৃক্ত করে শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে ঝুঁকিগ্রস্থ শ্রেণীর চ্যালেঞ্জগুলো সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবেলা করা যায়। থিমেটিক কমিটিগুলো যে সকল পরামর্শ সভার অয়োজন করেছে সেগুলো মানবাধিকার লংঘনের পেছনের মূল কারণসমূহ উদঘাটনে এবং কোন প্রস্তাবিত আইন, বিধি, নির্দেশনা ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ প্রণয়নে তথা ইউপিআর-এর পরামর্শসমূহ পর্যালোচনা ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ও ট্রিটি-বডিতে ইউপিআর প্রতিবেদন উপস্থাপনে খুবই কার্যকর হয়েছে।

কমিশন বছরব্যাপী নানান ধরনের সচেতনতা-সৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, কখনও উহা জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনের ব্যানারে হয়েছে, কখনও বা নিরঙ্কুশভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যভিত্তিক ইস্যু নিয়ে অংশীজন, উন্নয়ন সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ীগণের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা হয়েছে যা সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং অধিকার-বোধ জাগ্রত করতে তথা নবতর কর্মকৌশল গ্রহণে ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় উপস্থিতিতে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০ জুন, ২০১৭ তারিখে উদযাপিত হয়; বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস ৩০ জুলাই, ২০১৭ এবং মাননীয় স্পীকারের সদয় উপস্থিতিতে মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শসভা, সেমিনার এবং কর্মশালারও আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন ধরণের স্টেকহোল্ডারগণ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করেন এবং যা গুরুত্বপূর্ণ নানান ইস্যুর ওপর আলোচনা ও

বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ফলত: প্রচুর জ্ঞান-বিনিময়, ধারণা-সৃষ্টি, বাস্তব পরিস্থিতির অনুধাবন ইত্যাদি সহ নতুন নতুন সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন কৌশলের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

কমিশনের অফিস মগবাজার থেকে কাওরানবাজারে পুনর্বিন্যাসকরণে অনেক কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে; যেগুলো জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথেষ্ট মনোযোগ ও পরিশ্রম উৎসর্গ করতে হয়েছে; যার ফলে কমিশন অফিসে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহিতা- যেমন, ভুক্তভোগী এবং অন্যান্য সেবাপ্রার্থী ও আগন্তুক উভয়ের জন্যই মানবাধিকার-বান্ধব পরিশর তথা একটি তুলনামূলক উৎকৃষ্ট নান্দনিক চেহারা এবং কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে যেটা এখন আমরা সবাই উপভোগ করতে পারছি।

কমিশনের সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালায় যোগ দিতে, কমিশন কর্তৃক আয়োজিত শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে এবং নারী, শিশু, ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করতে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর ভ্রমন করেছেন। এছাড়াও, আমি কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে কারাবন্দীদের জীবন-যাপন মান ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত কারাগার, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, শিশু নিবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি। কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন তথ্য উদঘাটন অভিযানেও (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন) আমরা অংশগ্রহণ করেছি; যার উদ্দেশ্য ছিল উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্দেশে প্রস্তাব প্রেরণ করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিরুপন ও মূল্যায়নের জন্য কমিশন কতিপয় বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন-চিন্তা ব্যতীত যে বিষয়টি সারাবছর কমিশনকে ব্যতিব্যস্ত ও সজাগ রেখেছিল তা হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যা। রোহিঙ্গা আগমনের ঢল নামার শুরু থেকেই কমিশনকে কর্মতৎপর হতে হয়েছে; কমিশন রোহিঙ্গা পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমর্থন আদায়ের উদ্দেশে বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারনা শুরু করে। রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে কমিশন বহুবিধ প্রচেষ্টা অবলম্বন করে; স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনেকগুলো পরামর্শসভা এবং আলোচনা অনুষ্ঠান করে, রোহিঙ্গাদের দুর্দশার ওপর তথ্যচিত্র নির্মান করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, এবং রোহিঙ্গাদের মানবাধিকর সংরক্ষনের ব্যাপকভিত্তিক জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় এবং মানবাধিকার কর্মীদের নিকট বিতরন করে। কমিশন বিভিন্ন দূতাবাসে, কুটনৈতিক মিশনে এবং OIC, GANHRI, APF, UNHCR, HRC ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মিয়ানমারের **মানবতা-বিরোধী অপরাধ / গণহত্যার** বিবরণ দিয়ে এবং রোহিঙ্গাদের পক্ষে শক্ত কুটনৈতিক অবস্থান নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার আবেদন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। এসকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত চাপ প্রয়োগের পরিবেশ তৈরী করা এবং যাতে তাৎক্ষনিকভাবে তারা রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন ও হত্যা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের হেফাজত, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদা ও নাগরিকত্বসহ তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কমিশন সারা বছর ধরেই বিভিন্ন দেশী / বিদেশী প্রতিনিধিদলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছে; বিশেষ করে রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে। মিঃ George-Okoth-Obbo, সহকারি হাইকমিশনার, UNHCR এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ কমিশনে আসেন। রোহিঙ্গা সংকটের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। মিস প্রমিলা প্যাটেন, **সংঘর্ষে যৌন নিবর্তন** বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি কমিশনে আসেন ১১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে। তিনি বাংলাদেশে আসেন মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মেয়ে ও নারীদের বিরুদ্ধে যে যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছে তার প্রকৃতি ও ধরণের উপর অপেক্ষাকৃত ভাল ও স্পষ্টতর তথ্য সংগ্রহের জন্য। আলোচনায় তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের জন্য শুধু দেশের সীমান্তই খুলে ধরেনি, বাড়িঘর ও হৃদয়ের প্রকোষ্ঠও খুলে দিয়েছে। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মেয়ে ও নারীদের বিরুদ্ধে যে যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছে তার ওপর তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমানাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের আহবান জানান। এতদ্ব্যতীত, জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশন, এজেন্সি এবং গণহত্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে তাদের আগমন উপলক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথেও কথা বলতে আসেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তথা

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেন। তাদের প্রদত্ত তথ্যাদি এবং পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ও ইউএনডিপির হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম এর সহায়তায় একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। জাতিসংঘ International Independent Fact-Finding-Mission (IIFFM) অক্টোবর ২০১৭ মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে আসে; তারাও আমাদের ন্যায় বলে যে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নির্যাতন গণহত্যার পর্যায়েই পড়ে।

কমিশনের ম্যান্ডেটসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক প্রচার-প্রচারনায় ও তথ্য বিস্তরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কমিশন তথ্য বিস্তরনে এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার বিভিন্ন মাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক উভয়ই, ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

এসডিজি লক্ষ্যসমুহসহ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী- ইউএনডিপি (হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম), সিডা, এসডিসি, এপিএফ, আইএলও এবং সকল এনজিও ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিরন্তর সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি প্রত্যয়দীপ্ত যে কমিশন আগামী বছরগুলোতে বৃহত্তর উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতা সম্প্রসারিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০১৭ সালেও আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়া তৈরীর প্রচেষ্টা গ্রহণকালে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা অতিরিক্ত সময় নিয়োগের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি এবং প্রতিবেদনের কিছু কিছু স্থানের ওপর বিশেষ যত্ন আরোপ করেছি। কিন্তু তাতে এটা বোঝায় না যে আমি সামগ্রিকভাবে এ প্রতিবেদনকে পূর্বের বছরের প্রতিবেদনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল আকৃতি দেয়ার জন্য কিছু কম চেষ্টা করেছি। এবিষয়ে আমি আমার সহকর্মীদের সাথে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি এবং কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিকট থেকে কমিশনে সমসাময়িককালে সম্পাদিত কাজকর্মের মধ্য থেকে বৈচিত্রপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করে এ প্রতিবেদনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেছি।

২০১৭ সাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবর্ধনে কিছু কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন চিহ্নিত করে; কিছু কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ করাই যেতে পারে- কমিশনের দপ্তর স্থানান্তর ও পুনর্বিন্যাসকরণ এবং অপেক্ষাকৃত শ্রেয়তর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও পরিসর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে, দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগৃহিত হয়েছে, কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে এবং সংশোধিত অরগানোগ্রাম ও টিওই-সহ জনবলের একটি নতুন কাঠামোর প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসর সুবিধাদি ভোগের একটি প্রস্তাবও সহসাই অনুমোদন প্রাপ্তির আশায় মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এগুলো ব্যতীত কতিপয় যোগাযোগ-প্রযুক্তি সম্পর্কিত উন্নয়ন, যেমন- সিসি-ক্যামেরা ও ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি স্থাপন, এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কমিশনের ফেইসবুক পাতা চালু করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে ডিজিটাল করা ইত্যাদি।

আমার সহকর্মী ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এ প্রতিবেদনটির সম্ভাব্য রূপরেখা সৃষ্টিতে এবং কমিশনের কর্মকান্ডের ওপর তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাস-করণে তথা পরিসংখ্যান উপাত্ত, চার্ট, নকশা ইত্যাদি সম্পাদনে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এছাড়া, প্রতিবেদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবি, ছায়া, রং এবং এর সার্বিক অঙ্গ-সৌষ্ঠব রচনায় এবং আমরা এখন প্রতিবেদনটিকে যে অবয়বে দেখছি সেখানে পৌঁছতে যে শৈল্পিক প্রলেপ ও চূড়ান্ত স্পর্শ লাগানোর প্রয়োজন হয়েছিল তার কারিগর ছিলেন তিনিই । আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিবেদনটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৭ সালের কর্মকান্ডকে প্রতিবিম্বিত করতে সমর্থ হবে এবং কমিশন এখন যেমন আছে তেমন ভাবমূর্তিই ফুটিয়ে তুলবে। এছাড়া, দেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এনএইচআরসিবির সম্পর্ক কেমন তার ওপরও এ প্রতিবেদন একটি আলোর নিশানা ফেলতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, আমি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই কারণ তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরামর্শ, নির্দেশনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে আমাকে মানবাধিকারের ধারণায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং

এ প্রতিবেদন তৈরীতে মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে এটিকে সাজিয়ে তুলতে সামর্থ্য যুগিয়েছেন।

হিরণ্ময় বাড়ৈ
সহযোগী সম্পাদক
এবং সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

নিবেদন

কমিশনের নিয়মিত কার্য-প্রবাহের অংশ হিসাবেই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সমীপে উপস্থাপনে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ প্রতিবেদন প্রস্তুতির বিষয়ে আমি অনেক সম্মানিত ব্যক্তিত্বের নিকট ঋণী হয়েছি যারা এ প্রতিবেদন রচনায় এবং একে মূল্যবান তথ্যভান্ডারে সমৃদ্ধকরণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সার্বিক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করেছেন।

আমি সম্পাদনা পরিষদের মাননীয় সদস্যদের মূল্যবান পরামর্শসমূহের বিষয়ে স্মরণ করতে চাই। সর্বপ্রথমেই, আমি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, কাজী রিয়াজুল হক মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাসমূহ খসড়া-প্রতিবেদনটিতে লব্ধ সময়ে সম্পাদিত কর্ম এবং প্রচেষ্টাসমূহের বিবরণ সন্নিবেশকরণে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কিছু উদ্ভাবনী চিন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টি-সঞ্জাত ধারণা যা আমার মনকে সমালোচকের মত সজাগ রেখেছে বাংলাদেশের মানাধিকার পরিস্থিতির মৌল বিষয়গুলোর মূর্ত প্রকাশ ঘটাতে সেগুলোর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যখনই আমি তাঁর পরামর্শ চেয়েছি এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছি, তিনি হাসিমুখে সম্মতি জানিয়েছেন। আমি সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, যেমন- মো. নজরুল ইসলাম, নুরুন নাহার ওসমানি, অধ্যাপক আখতার হোসেন, অধ্যাপক ডঃ মেঘনা গুহঠাকুরতা, এনামুল হক চৌধুরী ও বাঞ্ছিতা চাকমাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। কমিশনের সচিব ও এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সহযোগী সম্পাদক জনাব হিরন্ময় বাড়ৈ-এর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা সম্প্রসারনের জন্য।

কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এম. রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), সুস্মিতা পাইক, উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), মোঃ জামাল উদ্দিন, সহকারি পরিচালক, অর্থ এবং মোঃ তৌহিদ খান, সহকারি পরিচালক (আইটি)- এদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ তাদের স্ব স্ব বিভাগীয় প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের জন্য। তাদের সাথে আলোচনা অনেক বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা পেতে সহায়ক হয়েছে। আমি আমার সকল সহকর্মীকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে যখনই কোন কিছু আমি জানতে চেয়েছি তাঁরা সবসময়ই আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁরা আমার অনুরোধগুলো সহাস্য বদান্যতায় মেনে নিয়েছেন।

ফারহানা সাঈদ
সহকারী সম্পাদক এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

অধ্যায়: ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মানবাধিকারের ধারণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাঠামোর ভেতরে গভীরে প্রোথিত। দেশটির জন্মই হয়েছে নয় মাসের নিষ্ঠুর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ের মুকুটে মানবাধিকারের রত্ন ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার কর্তৃক ঘোষিত "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে" দেশের জনগণের জন্য **"সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার"** নিশ্চিত করার কথাস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানটিও অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল এবং উহা মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা ঘোষণা করেছিল। ঐ সংবিধানে ন্যায়পাল বা ওমবুডসম্যান এর প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭ পর্যন্ত জনগণ যেসকল মৌলিক অধিকার উপভোগ করবে তার বিবরণ আছে। এভাবেই জনগণের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার, সমতা, মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া একত্রে মিলে যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে তা সর্বত্র আদৃত।

কিন্তু, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকে; নতুন জন্মলাভ করা দেশটির মানবাধিকারের আদর্শে লালিত পালিত হওয়া বা বেড়ে ওঠার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়; সেনা শাসক বা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে ব্যাপক জনবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং ফলস্বরূপ সেনা শাসনের ইতি ঘটে। ১৯৯৬ সনে ২১ বছর পর যখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে তখন মানবাধিকারের বিষয়গুলো বিচ্ছিন্ন আলোচনায় উঠে আসতে শুরু করে (তৎপূর্বে, মানবাধিকার সম্পর্কে কোন মহল থেকেই কোন উচ্চবাচ্য বা সাড়াশব্দ শোনা যায়নি)। ২০০৭ সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই প্রথম একটি ৩ সদস্য-বিশিষ্ট কমিশন গঠনের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী হয়। কিন্তু, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অধিকতর সদস্যসংখ্যা এবং বর্ধিত ক্ষমতা দিয়ে পুনর্গঠিত করা হয় কেবলমাত্র **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯** প্রণয়ন করার মধ্য দিয়েই। একজন চেয়ারম্যান ও ছয় সদস্যবিশিষ্ট দ্বিতীয় কমিশন জুন ২০১০ সালে কার্যারম্ভ করে যেটি ২৩ জুন ২০১৬ পর্যন্ত তৃতীয় মেয়াদেও পুনরাবৃত্ত হয়। বর্তমান কমিশন হল চতুর্থ কমিশন যেটি ২ আগস্ট ২০১৬ তারিখ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। বর্তমান কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও ছয় জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান করেছে; কমিশনের ম্যান্ডেটগুলো নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

- মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর নজরদারি
- মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ
- মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরী ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা
- ভিকটিম ও ঝুঁকিগ্রস্থ ব্যক্তিকে পরামর্শসেবা ও আইনি সহায়তা প্রদান
- মানবাধিকারের ওপর গবেষণা, প্রচার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- মানবাধিকার ইস্যুতে সুপারিশ প্রণয়ন
- মানবাধিকার ইস্যুতে পার্টনারশিপ যৌথ-কর্মোদ্যোগ, নেটওয়ার্কিং এবং সেতুবন্ধ সৃষ্টি
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এজেন্ডাসমূহ

মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাধারণ এজেন্ডা তো আছেই, সেই সাথে কমিশনের রুপকল্প-অভিসারী অভিষ্ট অর্থাৎ দেশব্যাপী একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি ও বৈষম্য, সহিংসতা এবং শোষণ-বঞ্চনাবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের এজেন্ডাসমূহের তালিকা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ হতে বাধ্য; সেগুলো নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

- সহিংসতা এবং চরমপন্থাকে মোকাবেলা করা
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়ন
- মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ
- রোহিঙ্গা সংকট নিরসন / দেশ-হারানো, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয়-প্রার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতদের (LEAs) দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা মোকাবেলায় এ্যাডভোকেসি;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- হিজড়া প্রভৃতি নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার অধিকার বাস্তবায়ন
- বিচার প্রাপ্তির সুযোগ (বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের) প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রীতিনীতি, কনভেনশন এবং দলিলের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্যবিধান
- ইউপিআর-এর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নে ভূমিকা গ্রহণ
- জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লংঘনের কারন হয়ে দাঁড়ায় তার মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ
- কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিক, ইত্যাদি) ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রবীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ
- শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ
- খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)
- সামাজিক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ঐক্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তারিত কার্যক্রম এবং কর্মকৌশলসমূহ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য কমিশন একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুসরণ করে থাকে; সেগুলো ব্যতীত কমিশন যে কাজগুলোকে সময়ের দাবী অনুযায়ী অথবা অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেগুলো সম্পাদনে মনোযোগী হয়। কমিশনের বিস্তারিত কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো চিহ্নিত করে; (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে)

- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী (Data) কমিশন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে;
- নিখোঁজ, হয়রানি, পুলিশ কর্তৃক অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিবাদ জানায়;
- ভুক্তভোগী এবং সাধারণ মানুষের নিকট থেকে অভিযোগ প্রাপ্তির কমিশন তার আইনসম্মত ম্যান্ডেট অনুযায়ী অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে;
- যেসব মানবধিকার লংঘনের ঘটনা গুরুতর এবং সংবেদনশীল মনে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে;
- কমিশন কিছু কিছু মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে উচ্চ আদালতসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়ের করে থাকে;
- কমিশন পারস্পরিকভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে মানবাধিকার সেবা প্রদানের জন্য সমঝোতা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থাও অবলম্বন করে থাকে;
- কমিশন মানবাধিকার লংঘনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং ও আইনি সেবা সরবরাহ করে;
- কমিশন জেল, কয়েদখানা, সেইফহোম, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মত ঝুঁকিপ্রবণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে পরিদর্শণ ও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠনসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাস্থল তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে;
- কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সংবিধান ও জাতীয় আইনে যে নির্দেশনা রয়েছে তা যথাযথ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করে থাকে;
- কমিশন ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে এবং অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করে;
- কমিশন এনজিও, আইএনজিও, সুশীল সমাজ, দাতাগোষ্ঠী, উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধ তৈরীতে ভূমিকা রাখে;
- কমিশন এর নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে;
- কমিশন GANHRI, APF ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং একটি বৃহৎ মানবাধিকার প্ল্যাটফর্মে যৌথভাবে কাজ করে; কমিশন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ট্রিটি বডি ও ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে; সরকারের নিকট ইউপিআর-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য বিষয়গুলো তুলে ধরে যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

অধ্যায়: ২

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় উপস্থিতিতে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন

২০ জুন ২০১৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইএলও-র সাথে যৌথভাবে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করনে, " আমাদের দেশে এখনও শিশুশ্রম নির্মূল হয়নি। শিশুশ্রমকে নির্মূল করতে এবং শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাতে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এজন্য অভিভাবক, পিতামাতা, শিক্ষক, সুশীল সমাজ, শ্রম সংগঠন, মিডিয়া এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।" মহামান্য রাষ্ট্রপতি আরও বলেন যে শিশুশ্রম নির্মূল করার উদ্দেশে সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মুজিবুল হক চুন্নু, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম মন্ত্রণালয়, ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম, সিনিয়র এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ থেকে শিশুশ্রম দূর করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যায়: ৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি বাস্তবায়নে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এবং কমিশন কর্তৃক আয়োজিতব্য "এসডিজি ও মানবাধিকার" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রন জানানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহিত এসডিজি-সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিফ করেন। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি বাস্তবায়নে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন কমিশনের চেয়ারম্যান

অধ্যায়: ৪

এসডিজিঃ মানবাধিকারের একটি প্লাটফরম এবং জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান-সমূহের ভূমিকা

৪.১ ভূমিকা

আগামী ১৫ বছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সার্বিকভাবে প্রয়োগের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করেই এসডিজি-সমূহ প্রণীত হয়েছে যা মানবাধিকারের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে অবদান রাখবে। এসডিজি-সমূহের বেশীরভাগ লক্ষ্যই উন্নয়ন ক্ষেত্রে নতুন নয়। তবে যেভাবে লক্ষ্যসমূহ ধারণাবদ্ধ ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা সর্বজনগ্রাহ্য এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানবাধিকারের বিষয়ে এমডিজির ক্ষেত্রের থেকে অধিকতর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করা, এর সংরক্ষণ ও পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে অবদান রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের। জাতীয় সংসদ, সরকার এবং বিচার বিভাগ যথাক্রমে আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং আইনের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ মানবাধিকার মানদন্ড অনুসরণপূর্বক আইনের বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত। গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজ উভয়েই তৃণমূলে তথা জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা ছড়িয়ে দিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেও মানবাধিকারের কর্মসূচির সাথে যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এসকল ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত বিশেষ ধরণের যা মানবাধিকারের উন্নয়ন ও পরিপালনে একটি নিরপেক্ষ ভিত্তিভূমি সরবরাহ করে।

এনএসআরআই-সমূহ রাষ্ট্রীয় সেই প্রতিষ্ঠান যাদের সাংবিধানিক এবং আইনগত এখতিয়ার আছে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিধানে। এগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ এবং রাষ্ট্রের টাকায়ই চালিত কিন্তু সরকারের থেকে বিযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্পাদন করে। ১৯৯৩ সনে জাতিসংঘ প্যারিস নীতিমালা গ্রহণ করে মানবাধিকার বাস্তবায়নে এনএসআরআই-সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়। প্যারিস নীতিমালায় মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ও সুরক্ষার সুবিধার্থে এনএসআরআই-সমূহের জন্য কিছু আবশ্যকীয় মৌল প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এনএসআরআই-সমূহের অন্যান্য মূল কার্যাবলীর মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, মানবাধিকার শিক্ষা প্রচার, সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করা, মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সরকারকে সুপারিশ করা অন্যতম।

৪.২ এসডিজি মানবাধিকারকে বলীয়ান / সমুন্নত করে

২০১৫ সনে এসডিজি গ্রহণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়নের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। কাউকেই পিছনে ফেলে রাখা নয়- এই মতাদর্শকে সাথে নিয়ে এসডিজি-সমূহের যাত্রা শুরু হয় এবং উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের জন্য এই ২০১৫ এজেন্ডা প্রযোজ্য ও চলমান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯ টি উদ্দেশ্য যা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রাধিকারকে ২০৩০ সন পর্যন্ত দিগনির্দেশনা প্রদান করবে।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে ২০৩০ এজেন্ডা হচ্ছে এমন একটি হাতিয়ার যা প্রধান মানবাধিকারগুলোকে এক ছাতার নীচে নিয়ে এসেছে। লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়ঃ

- **অর্থনৈতিক. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহঃ** (লক্ষ্য-১), খাদ্য ও পুষ্টি (লক্ষ্য-২), স্বাস্থ্য (লক্ষ্য-৩), শিক্ষা (লক্ষ্য-৪), এবং পানি ও পয়-নিষ্কাশন (লক্ষ্য-৬)
- **সিভিল ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহঃ** (লক্ষ্য-১৬) জবাবদিহিসম্পন্ন এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- **সমতার নীতি, বৈষম্যহীনতা এবং সকলের প্রবেশগম্যতাঃ** (লক্ষ্য-৫) লিঙ্গসমতা, আয়-অসমতা, পরিত্যাগ-বঞ্চনা (লক্ষ্য-১০) (সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক) এবং বৈষম্য;

- **পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহঃ** (লক্ষ্য-১২, ১৩, ১৪ ও ১৫) এগুলোও মানবাধিকার উপভোগের সাথে জড়িত।

ডেনিশ হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউট ২০১৫ সালে **হিউম্যান রাইটস গাইডস টু এসডিজিস** নামে একটি আটোসাটো হাতিয়ার তৈরী করেছে। গাইডটি মানবাধিকার ধারণকারী ১৭টি লক্ষ্য তুলে ধরে এবং মানবাধিকার দলিলসমূহের পরিশর ও শ্রম মানের সাথে ১৬৯টি উদ্দেশ্য কিভাবে সংশ্লিষ্ট তার সুস্পষ্ট যোগসূত্র সরবরাহ করে। উপরে বর্ণিত মানবাধিকার গাইড অনুসারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যে এর দ্বারা:

- মানবাধিকার এবং এসডিজির মধ্যেকার আন্ত-যোগসূত্রসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়; ১৬৯ টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ১৫৬ টি (৯২% এর বেশী) মানবাধিকার দলিলসমূহ ও শ্রম মানের সাথে যুক্ত।
- একটি **মানবাধিকার-ভিত্তিক উপস্থাপন-কৌশল** আয়ত্ব করা যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, উহার বাস্তবায়ন তথা তদারকি ও পর্যালোচনা (পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন) সম্পন্ন করা যায়।

সেক্ষেত্রে, বর্ণিত গাইডটি এই সত্য পুন:প্রতিষ্ঠা করে যে মানবাধিকার দলিলসমূহ এবং **২০৩০-এজেন্ডা** এমনভাবে একত্রে গ্রন্থিত যে উহারা একে অপরকে পারস্পরিকভাবে শক্তি সঞ্চার করে। মানবাধিকার সংস্থাসমূহ **২০৩০-এজেন্ডা** বাস্তবায়নে আইনি-বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন একটি কাঠামো তথা দিগনির্দেশনা উপস্থাপন করে; উল্টোদিকে, মানবাধিকার উন্নয়ন ও উপভোগে এসডিজিসমূহ যথেষ্টই অবদান রাখতে পারে।

মেরিডা ঘোষণা অনুসারে, **২০৩০-এজেন্ডা** জাতিসংঘ চার্টার, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ট্রিটি ও দলিলসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন- উন্নয়ন অধিকারের উপর ঘোষণা- দ্বারা সমৃদ্ধ। পুরো এজেন্ডা জুড়েই মানবাধিকারের প্রসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত আছে যাতে পরিষ্কার স্বীকৃতি মেলে যে এসডিজির বাস্তবায়ন যেন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন-বিধি ও অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন-বিধি পরিপালনে এটা অবদান রাখে।

অধিকন্তু,মেরিডা ঘোষণা এটাও বলে যে জাতীয় মানবাধিকার ইনস্টিটিউশনগুলো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সেতুবন্ধনকারীর ভূমিকা পালনে বিশেষ অবস্থান থেকে কাজ করে এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে স্বচ্ছ, অংশীদারত্বসম্পন্ন এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক জাতীয় কর্মপদ্ধতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪.৩ জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা

৪.৩.১ এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি চিহ্নিতকরণ

এসডিজি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ** হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নযোগ্য। মেরিডা ঘোষণার আর্টিকেল ১৩ তে অধিকার-ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক, ব্যাপকভাবে প্রবেশগম্য এবং সাক্ষ্য-প্রমান-নির্ভর শক্ত মনিটরিং ও পর্যালোচনা-ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে এসডিজির-র অগ্রগতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

জাতীয় মানবাধিকার ইনস্টিটিউশনগুলো সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের স্ব স্ব এখতিয়ারের মধ্যে মানবাধিকার পরিস্থিতি পরিবীক্ষণে নানাবিধ হাতিয়ার ও ব্যবস্থাদির অবলম্বন করে। বর্তমানে এ হাতিয়ারগুলো আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়; এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক ট্রিটিসমূহের অধীনে যে প্রতিবেদনসমূহ প্রণীত হয় তাও বিচ্ছিন্নভাবেই হয়। অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবেদন চক্র, সেটা ট্রিটিবডি বা চার্টার-বেজড্ বডি যার অধীনেই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই শুধু বিষয়কে জটিল করে তোলে। জাতীয় মানবাধিকার ইনস্টিটিউশনগুলো ইউপিআর-সহ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক মানবাধিকার পরিবীক্ষণ কর্যক্রমসমূহকে এসডিজির-র অগ্রগতি মনিটরিং-এ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা ক্ষতিয়ে দেখতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, এসডিজিসমূহ মনিটরিং-এ একটি কাঠামোগত পদ্ধতি ইতোমধ্যেই আকৃতি পেতে শুরু করেছে। দেশের সপ্তম

পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৬-২০) এ ধারণাই দেয় যে এর বেশীরভাগ নীতি-দিগনির্দেশনা ২০৩০-এজেন্ডার সাথে টেকসই উন্নয়নের জন্য একই সীমারেখায় অবস্থিত। একটি **সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো** তৈরীর জাতীয় প্রচেষ্টা যার দ্বারা সুশাসনের জন্য নীতি পুনর্গঠন এজেন্ডাগুলো অবগত হওয়া যাবে মর্মে আশা করা হয়, সেটা চলমান আছে। এ মূল্যায়নের দ্বারা শক্তি-সামর্থের দিক, দুর্বলতাসমূহ, ভাল অভ্যাসগুলো তথা ঘাটতি বা ফাঁকা যায়গাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হবে যা সরকারকে প্রয়োজনীয় নীতি-ব্যবস্থা অবলম্বনে সহায়তা করবে। এ কাঠামোটি এসডিজিসমূহ মনিটরিং-এ এবং সরকারের প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব পালনে, বিশেষ করে এসডিজি-১৬ এর বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী।

৪.৩.২ সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারি সংগঠনসমূহের মধ্যে যোগসূত্র

এসডিজি লক্ষ্যসমূহ একে অপরের সাথে আন্তসম্পর্কে যুক্ত এবং একের অধিক সংগঠন এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। তাই, এসডিজির সাফল্য নিশ্চিতকরণে শুধুমাত্র সরকারি স্টেকহোল্ডারগণই নয়, ব্যক্তি-উদ্যোক্তা সেক্টর এবং সুশীল সমাজকেও এ কাজে নিযুক্ত করতে হবে। যেহেতু সুশীল সমাজ এসডিজি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছে, এসডিজি বাস্তবায়নে তাদের কোন প্লাটফরম্ না থাকাই স্বাভাবিক; এবং সে স্থানটাই হচ্ছে যেখানে মানবাধিকার কমিশন মূল্য সংযোজন করতে পারে। সুশীল সমাজ যাতে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে নিয়োজিত থাকে সেটা নিশ্চিতকরণে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.৩.৩ এসডিজির স্থানীয়করণ

এসডিজিসমূহ হচ্ছে বৈশ্বিক বিষয়, সেগুলোকে স্থানীয়ভাবে খাপ খাওয়াতে হবে। সরকার যাতে এসডিজিসমূহের ওপর নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নির্দেশক প্রস্তুত করে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ পদ্ধতি অনুসরণ ও সহায়তা সম্প্রসারণ মানবাধিকার মানদন্ড অক্ষুন্ন রেখে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৩.৪ বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস্য

একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। কমিশন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এধরণের নির্ণায়ক যেমন- জাতি, নৃ-গোষ্ঠী, লিঙ্গ, বয়স, অভ্যাসগত প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনায় অসমতার ধরণ চিহ্নিত করতে উপাত্ত বিশ্লেষণসহ বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে। এসডিজির অর্থপূর্ণ অগ্রগতি পরিমাপ করতে তথ্য-প্রমান-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৫ সনে এসডিজি প্রণয়নের মাধ্যমে মানবোন্নয়নের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। কাউকে পেছনে ফেলে রাখা নয়, এ উদ্দেশ্য নিয়ে উৎসারিত এসডিজিসমূহ, মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে, একটি হাতিয়ার যা বেশীরভাগ মূল মানবাধিকার বিষয়কে এক ছাতার নীচে নিয়ে এসেছে। জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এটা একটি সুযোগ এসডিজির সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে এসডিজি-বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পরিস্থিতির উন্নয়নে অবদান রাখার এবং তদনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, লিঙ্গ তথা রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়নে এ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাওয়ার।

অধ্যায়: ৫

২০১৭ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় অগ্রগতির পথের সন্ধান পেয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে, বিশেষ করে নারীদের, দারিদ্রের ঘেরাটোপ থেকে বের করে আনার দাবী সরকার করতেই পারে। যদিও এটাও সত্য যে কিছু কিছু দারিদ্র-ফাঁদ এবং চরম দারিদ্র-প্রবন এলাকা এখনও বিরাজমান। আয় বন্টন অসম এবং বৈষম্য এখনও রয়েই গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা জাল দারিদ্র বিমোচনে কিছু একটা নিরাপত্তা প্লাটফরম তৈরী করেছে বটে কিন্তু এটা স্বস্তিদায়ক অবস্থা বা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকার কর্তৃক নারী ও কণ্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশকে একটি রোল মডেলে পরিণত করতে সক্ষম হওয়াকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে অবলোকন করে। তবে, তা সত্ত্বেও, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ যে রয়েই গেছে এবং ২০১৭ সনে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে গেছে তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় এবং তা নারীর ক্ষমতায়নে সকল অর্জনকে যেন ম্লান করে দেয়।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় চতুর্থ সর্বোচ্চ শান্তিপূর্ণ দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশীরা ভারতীয় ও শ্রীলংকাবাসী জনগনের চেয়ে অধিকতর সুখি। কিন্তু, সেটা যাই হোক, সামাজিক জীবনে সুপ্ত অসন্তোষ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহিংসতা সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং যদিও, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতি লাভ করেছে, তাতেও এটা বোঝায় না যে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কোন চ্যালেঞ্জ নাই। কিছু ক্ষেত্রে মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েই গেছে। তবে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে।

৫.১ রোহিঙ্গা সংকট

প্রায় ৭ (সাত) লক্ষেরও বেশী রোহিঙ্গার একটি বিশাল অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলাদেশে যারা মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর "ক্লিয়ারিং অপারেশন" এর নির্মম আক্রমন ও নির্যাতন এড়ানোর জন্যই মূলত: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে এবং যে ঘটনা একটি বিরাট মানবিক সংকট তৈরী করেছে এবং বাংলাদেশের জন্য এক মহা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে এবং সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে অসাধারণ মহানুভবতা দেখিয়েছেন; তিনি মানবিক কারণেই মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ করতে এবং তাদেরকে তাদের পৈত্রিক ভিটেমাটিতে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশে সকল সম্ভাব্য কুটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং দাপ্তরিক পদক্ষেপসমূহ শুরু করেছেন ।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকও তাঁর নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং দাপ্তরিক ক্ষমতা নিয়োজিত করেছেন রোহিঙ্গা ইস্যু মোকাবেলা করার জন্য। তিনি লেখালেখির মাধ্যমে, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচার করে এবং মিডিয়ায় ও বহু বিদেশী প্রতিনিধিদলের নিকট সাক্ষাৎকার দিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যান এবং তিনিই প্রথম ঘোষণা দেন যে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা নিধন ও নির্যাতন গণহত্যারই নামান্তর।

ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা আগমনের ফলে স্থানীয় জনগণ ভীষণভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থানীয় জনগণের সমস্যায় উদ্বিগ্ন। তাদের অধিকারসমূহ বিঘ্নিত হচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পাহাড় এবং বন ধ্বংশ করছে এবং যেখানে সেখানে ঝুপরি ক্যাম্প বানিয়ে স্থানীয় জনগণের পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারকে যতশীঘ্র সম্ভব রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শক্ত কুটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানায়।

৫.২ নিখোঁজ

গতবছরের ন্যায় ২০১৭ সালেও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা চলমান থাকে। এ সময়ে অনেকগুলো নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ইস্যুতে প্রচুর জন-উদ্বিগ্নতার মাঝে একটাই ইতিবাচক উন্নতি যে কিছু নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা নিরাপদে নিজ পরিবারে ফিরে

এসেছেন। এক্ষেত্রে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোবাশ্বের হাসান, বেলারুশের অনারারি কনস্যুলার অনিরুদ্ধ রায় এবং সাংবাদিক উৎপল দাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৭ সালে কমিশন নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কিত ২২টি ঘটনা চিহ্নিত করেছে। যাই হোক, কমিশন এবিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশের বাইরেও আশা করে যে এধরণের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা শীঘ্রই শূণ্যের কোঠায় নেমে আসবে।

৫.৩ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০১৭ সালেও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা মানবাধিকার লংঘনের সাথে সম্পৃক্ত। ২০১৭ সনের ০৯ এপ্রিল প্রথম আলো পত্রিকা প্রতিবেদন ছাপিয়েছে যে যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায় ০৩ জন যুবককে গুলিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে যশোরের রাজীব ছিল একজন গাড়ীচালক। তার পরিবার থেকে দাবী করা হয় যে একদল পুলিশ সাদা পোষাকে এসে জোরপূর্বক তাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায়; এরপরেই তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। অপরদিকে অন্য দুজন তরুণ যাদের নাম মফিজুর রহমান এবং মালিক হোসেন এবং যারা দুজনই ঝিনাইদহ জেলার, তাদের পরিবার থেকে দাবী করা হয় যে অপরিচিত একদল লোক তাদেরকে অপহরণ করে যখন তারা একটি হোটেলে খেতে ঢুকেছিল। পরবর্তী সকালেই তাদের পরিবার তাদের মৃতদেহ পায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড নিকৃষ্ট ধরণের মানবাধিকার লংঘন। যদিও বর্তমান সরকারের মানবাধিকার উন্নয়নে উল্লেখ করার মত সাফল্য বিদ্যমান, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের বাড়াবাড়ির অভিযোগ সরকারের জন্য কিছুটা ইমেজ-সংকটের সৃষ্টি করছে যা অন্যান্য ভাল কাজের অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

৫.৪ প্রকাশের স্বাধীনতা

সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা এবং প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। যেহেতু আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার উপর দেশের বেশীরভাগ মানুষ এ মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছিল যে এটা দেশের সুশীল সমাজ ও সাংবাদিকদের উপর বিরূপভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেহেতু সরকার ঐ আইনটি বাতিল করার উদ্যোগ নেয় এবং নতুন করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটা প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের সদিচ্ছারই প্রতিফলন। যদিও নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩২ ধারাও ঐ একই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যে এটা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপব্যবহৃত হতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সরকার খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ২০১৭ সনে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমনের ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমূলের হত্যাকান্ডের ঘটনা, যিনি ছিলেন দৈনিক সমকালের একজন সাংবাদিক এবং যিনি শাহজাদপুরে রাজনৈতিক অস্থিরতার সংবাদ কাভার করতে গিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

৫.৫ নারী ও মেয়েদের অধিকার

নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হলেও এখনো তারা বহু ক্ষেত্রেই বাঁধা-বিপত্তি ও ঝুঁকির সম্মুখিন। নারীর প্রতি সহিংসতাও বিদ্যমান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে ২০১৭ সনে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি ধর্ষণের ঘটনা ভয়ংকরভাবে বেড়ে গিয়েছে। এনএইচআরসিবির মনিটরিং প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৭ সনে ৩০৬ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে টাঙ্গাইলের রুপা গণ-ধর্ষন ও হত্যাকাণ্ড এবং ঢাকার বনানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে ধর্ষণ এর ঘটনা।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১৭ সনের মার্চ মাসে সরকার ১০৯২১ নম্বর-বিশিষ্ট টোল ফ্রি একটি হেল্পলাইন স্থাপনের যে প্রচেষ্টা নিয়েছে কমিশন তার প্রশংসা করে। কমিশন রুপা গণ-ধর্ষন ও হত্যাকাণ্ডে কোর্টের দেয়া রায় যেখানে ০৪ জন নির্যাতনকারীকে মৃত্যুদন্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে তার প্রশংসা করে। কমিশন বিশ্বাস করে যে এধরণের রায় ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে প্রচারিত হওয়া উচিৎ।

৫.৬ শিশু অধিকার চিত্র

সরকার সম্প্রতি বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করেছে যাতে শিশুর সর্বোচ্চ কল্যান নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ আইন প্রণয়নের পিছনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু যদিও এ আইনে কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপ যেমন দন্ডবিধির বর্ধিত প্রয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে তবুও জনসাধারণ এ আইনের ১৯ ধারার ওপর সন্দিহান রয়েই গেছে যা আইনটিতে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলার একটি সুযোগ সরবরাহ করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ আইনের ওপর একটি বিধি প্রণয়নের জন্য বহুদিন ধরেই কথা বলে আসছে যেন বিধিটি শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে কার্যকরভাবেই অবদান রাখতে পারে এবং আইনটির ১৯ ধারার অপপ্রয়োগ সম্পূর্ণ পরিহার করে দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহ-মুক্ত করার (১৮ বছরের নীচের) সরকারের রূপকল্প সফল হয়।

বর্তমানে সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সাফল্যসহ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশাল অগ্রগতি সাধন করেছে। বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, ছাত্রবৃত্তি, বেসরকারি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ ইত্যাদি সাফল্যের ধারায় সূচিত। শুধুমাত্র যে দোষটি দৃষ্টিগোচর হয় তা হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, যেটা এখনো আটকানো যায়নি এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন যার নিশ্চয়তা বিধান এখনো সম্ভব হয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের প্রতি সুপারিশ করছে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন বেশী বেশী স্কুল চালু করা হোক এবং উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রসারে অধিকসংখ্যক বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রভূত পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়ে গেছে। শারীরিক শাস্তি বন্ধ করতে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এটা এখনো বহাল আছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে ২০১৭ সনে শিশুহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। কমিশনের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৭ সালে ২৩২ শিশু হত্যার এবং ২৯৯ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০১৭ সনের এপ্রিল মাসে হযরত আলী নামে এক ব্যক্তি তার ০৯ বছরের কন্যাসহ আত্মহত্যা করেছেন কারণ দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা তার শিশুর ওপর যৌননির্যাতন ও জমি দখলের বিষয়ে প্রতিকার পেতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। নভেম্বর মাসে, আল আমীন নামের ১২ বছরের এক শিশু, যে ছিল একজন গৃহকর্মী, তারই গৃহকর্তার দ্বারা নিপীড়িত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়।

৫.৭ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার

নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষাকল্পে সাংবিধানিক রীতিনীতি বাস্তবায়নে সরকার যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে তা স্বীকার করা সত্ত্বেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত আক্রমনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। ২০১৭ এর মধ্য-নভেম্বরে প্রায় ২০,০০০ জনের একটি উশৃঙ্খল দল রংপুর সদরের বেশীরভাগ হিন্দু-অধ্যুসিত ঠাকুরপাড়া গ্রামের ৩০ বাড়ী জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানে লুটপাট করে এই ছুতায় যে ঐ গ্রামের একজন অধিবাসী ফেইসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছে যাতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অবমাননা হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৭ তে রোমেল চাকমা নামক পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর একজন যুবককে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করেছে মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

৫.৮ স্বাস্থ্য অধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যদিও স্বাস্থ্য সেবা আইন, ২০১৭ এর খসড়া চূড়ান্তকরণে সরকারের প্রচেষ্টাসমূহের প্রশংসা করতে আগ্রহী, তবুও, কমিশন স্বাস্থ্য সেক্টরে সামগ্রিক অব্যবস্থা ও সুশাসনের ঘাটতিতে উদ্বিগ্নতাও প্রকাশ করছে। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে গত বছরে যে দৃশ্যপট ছিল তার ন্যায় এবছরও ডাক্তার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যাদের দায়িত্ব ছিল চিকিৎসা সেবা সরবরাহ করা তাদের অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ২০১৭ এর অক্টোবরে পারভীন আক্তার নামে এক মহিলা ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বারান্দায় একটি অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেন। এরপূর্বে তিনি একাদিক্রমে ০৩টি হাসপাতাল যেমন- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উক্ত হাসপাতালসমূহের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং স্বাস্থ্যখাতের সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে আহবান জানায়।

অধ্যায়-৬

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৬.১ অভিযোগ পরিসংখ্যান

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিশনে একটি নিয়মিত ঘটনা। কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ গ্রহণ করে এবং নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর ওপর কাজ করে। অভিযোগ নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে টাইপ করে বা হাতে লিখে দাখিল করা যায়। কমিশন অফিসে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে সরাসরি এটি দাখিল করা যায় বা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে বা ডাকযোগে বা ফ্যাক্স / ই-মেইল-এর মাধ্যমেও প্রেরণ করা যায়। অভিযোগের সাথে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র, ছবি, অডিও/ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যায়। অভিযোগ শুনানীর জন্য কমিশন দুটি বেঞ্চ স্থাপন করেছে। ফুল বেঞ্চটিতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান যেখানে জটিল ও চাঞ্চল্যকর অভিযোগসমূহের ওপর শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। অন্য বেঞ্চটিতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য যেখানে অপেক্ষাকৃত সহজতর অভিযোগসমূহ শোনা হয়। প্রত্যেক সোমবার ও বুধবার অভিযোগ শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়েছে। দেশব্যাপী কমিশনের সম্প্রসারণশীল পরিচিতি এবং মানবাধিকার সম্পর্কে জনগণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কারণে অভিযোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০১৭ সনে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

২০১৭-এ দায়েরকৃত অভিযোগের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান	মোট
০১	হত্যাকাণ্ড	৭	৪	১১
০২	নারী হত্যা	২	৬	০৮
০৩	ধর্ষণ	৪	১২	১৬
০৪	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	১৩	৪	১৭
০৫	যৌন হয়রানি	৩	১	৪
০৬	নারী পাচার	০	১	১
০৭	পারিবারিক সহিংসতা	৪	২	৬
০৮	নারীর প্রতি সহিংসতা	২	২	৪
০৯	পারিবারিক বিষয় (দাম্পত্য সমস্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোশ ইত্যাদি	২৭	৯	৩৬
১০	শিশু হত্যা	০	৬	৬
১১	শিশু ধর্ষণ	০	১১	১১
১২	শিশু নির্যাতন	৪	২০	২৪
১৩	বাল্যবিবাহ	১	২	৩
১৪	গৃহকর্মী নির্যাতন	১	৫	৬
১৫	শারীরিক শাস্তি	২	১৯	২১
১৬	মানব পাচার	১	২	৩
১৭	অপহরণ	৫	২৮	৩৩
১৮	হেফাজতে মৃত্যু	০	১০	১০
১৯	হেফাজতে নির্যাতন	১	৭	০৮
২০	বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড	২	১৪	১৬
২১	কিডন্যাপিং	২	১	৩
২২	সাংবাদিক নির্যাতন	০	২	২
২৩	সংখ্যালঘু নির্যাতন	২	৭	০৯
২৪	চলাচল ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার লংঘন	১	২	৩
২৫	আইন-শৃংখলা রক্ষা-বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ	২৩	৯	৩২
২৬	মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে অভিযোগ	৩৩	২	৩৫
২৭	নিরাপত্তার প্রতি হুমকি	১১	৩	১৪
২৮	বিনাবিচারে আটক	১	০	১

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান	মোট
২৯	চাকরি, বেতন-ভাতা, ট্রেডইউনিয়ন, কর্ম-পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত অভিযোগ	২৩	১৭	৪০
৩০	শ্রমিক নির্যাতন	২	৫	৭
৩১	ভূমির অধিকার	৪০	১৬	৫৬
৩২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ	৪	২	৬
৩৩	হাসপাতাল / চিকিৎসার বিরুদ্ধে অভিযোগ	১	২	৩
৩৪	ভাতা সম্পর্কিত	6	1	7
৩৫	আত্মহত্যা	০	৭	৭
৩৬	বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সহিংসতা	১	৫	৬
৩৭	প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সংক্রান্ত	১	৮	৯
৩৮	আইনি সহায়তা	১৯	১	২০
৩৯	পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা	৪	৫	৯
৪০	ব্যক্তিগত সংঘাত	১০	৫	১৫
৪১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত	২	১	৩
৪২	সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিযোগ	১০	১	১১
৪৩	পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	১	১	২
৪৪	অন্যান্য	৮০	২০	১০০
মোট		৩৫৬	২৮৮	৬৪৪

৬.২ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

নির্বাচনী প্রচারনায় শিশুদের ব্যবহার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং শিশু অধিকার এ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ২৭ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে **"শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার পরিসমাপ্তি আনতে সজাগ হোন"** শিরোনামে একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান করে। ঐ আলোচনায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, "রাজনীতির নামে কোন অবৈধ কাজে শিশুদের ব্যবহার করা উচিৎ নয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা এবং নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।" মাননীয় চেয়ারম্যান ঐ সভায় তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে তিনি বিষয়টি মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট তুলে ধরবেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট একটি আধা সরকারি (ডি.ও) পত্র প্রেরণ করেন এবং আগারগাঁও-এর নির্বাচন ভবনে গিয়ে তাঁর সাথে একটি আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান আরও উল্লেখ করেন, " বাংলাদেশে কমবেশী প্রায় ৬ কোটি শিশু আছে। তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যত। দরিদ্র শিশুদের অনেকেই প্রচুর প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বড় হয়। কিন্তু বিশেষ করে যখন দেখা যায় তাদেরকে মিছিলের পুরোভাগে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা খুবই বেদনাদায়ক। রাজনীতির নামে তাদেরকে পিকেটিং এবং অন্যান্য দুদ্ধর্ষ কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে, তারা সহিংস কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে যেহেতু আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন এবং নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রমের ওপর আইএলও কনভেনশন ১৮২ তে বাংলাদেশ অনুসমর্থন দান করেছে, সেহেতু ঐ রীতিনীতিগুলো দেশের মানুষকে মেনে চলতে হবে।

সভায় মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে. এম. নুরুল হুদা মাননীয় চেয়ারম্যানের অনুরোধের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং নিশ্চিত করেন যে তিনি নির্বাচনে শিশুদের মানবঢাল বা পিকেটার হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করতে যা যা প্রয়োজন তাই করবেন। পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের দপ্তরসূত্রে জানা যায় যে জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচনী কাজে শিশুদের যাতে ব্যবহার করা না হয় সেমর্মে নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়েছে।

ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং ডঃ মোবাশ্বের হাসানকে অপহরণ

২৮ আগষ্ট ২০১৭ তে মিডিয়ায় প্রচার হয় যে ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায় নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর পরিবার থেকে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা এ অপহরণের সাথে জড়িত। তারা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। ডঃ মোবাশ্বের হাসান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-এর নিখোঁজ হওয়ার খবর ১০ নভেম্বর ২০১৭ তে মিডিয়ায় প্রকাশ হয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিশন এ ঘটনার ওপর একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এসকল অপহরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এধরণের নিখোঁজ, অপহরণ এবং জোরপূর্বক গুমের ঘটনাকে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করনে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, "মুক্ত চলাফেরা নাগরিকদের অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের।"

এনএইচআরসিবি-চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনাগুলোর ওপর সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর দ্রুত অনুসন্ধান প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান।

অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং মোবাশ্বের হাসানকে খুঁজে বের করার জন্য এনএইচআরসিবি-কর্তৃক নিয়মিত চাপ-সৃষ্টির বাইরে সুশীল সমাজ এবং মিডিয়াও উদ্বেগ তুলে ধরে। নিখোঁজ হওয়ার ৭৯ দিন পর অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং ৪৪ দিন পর মোবাশ্বের হাসান বাড়ী ফিরে আসেন; নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায়।

গাজীপুরে বাবা ও মেয়ের আত্মহত্যা

মিডিয়া প্রকাশ করে যে হযরত আলী তার মেয়েকে সাথে নিয়ে ২০১৭ এর এপ্রিল মাসে শ্রীপুর রেলষ্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। কারণ হিসাবে জানা যায় তার অপরিনত মেয়েকে বলাৎকারের চেষ্টা এবং তার জমি দখলের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান শীঘ্রই ঐ রেলষ্টেশন এবং হযরতের বাড়ীসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেন। তিনি হযরতের বিধবা স্ত্রী, তার প্রতিবেশী এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথেও কথা বলেন। তথ্যানুসন্ধানের পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে পুলিশ এবং জনপ্রতিনিধিগণ একটি মানুষ বিচার না পেয়ে নিজ অপরিনত মেয়েসহ যে আত্মহত্যা করল সে অভিযোগের দায় এড়াতে পারে না। যে পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ভিকটিমদের নিরাপত্তা বিধান করা তারা যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসন এবিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। এখানে কর্তব্যে অবহেলা মানবাধিকার লংঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান হযরতের বিধবা পত্নীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। তিনি অপরাধকারী ফারুক ও অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় চেয়ারম্যানের এ পরিদর্শণের কিছুদিনের মধ্যেই অপরাধকারীরা গ্রেপ্তার হয় এবং মামলাটি বিচারের সম্মুখীন হয়।

বনানী ধর্ষণ মামলা ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলে

মিডিয়া প্রকাশ করে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রী ঢাকার বনানীস্থ রেইন্ট্রি হোটেলে ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের একজন ঘটনার ওপর মামলা রুজু করার জন্য ৬ মে ২০১৭ তারিখে বনানী পুলিশ ষ্টেশনে গিয়েছিল; কিন্তু পুলিশ সাথে সাথে তার মামলা গ্রহণ না করে এক দিন পর মামলাটি গ্রহণ করেছে বলে ক্ষতিগ্রস্থ ছাত্রী অভিযোগ উত্থাপন করেছে। মিডিয়া মারফত অবহিত হয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবিষয়ে একটি সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এ চাঞ্চল্যকর দুই বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনা উদ্‌ঘাটনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিকে যথাযথ তদন্ত সম্পন্ন করে পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গণমাধ্যমে বলেন যে বনানীতে ধর্ষণের শিকার ছাত্রীদের পক্ষে কমিশন লড়াই চালিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা ও বনানী পুলিশ ষ্টেশনের কর্মকর্তাদের গাফিলতি তদন্ত করার জন্য। তিনি আরও বলেন, "দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত সাজা প্রদানের জন্য কমিশন সুপারিশ করবে।"

তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করে এবং রেইন্ট্রি হোটেলের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। তারা ঐ হোটেলের পরিচালক আদনান হারুণ এবং মহাব্যবস্থাপক ফ্রাঙ্ক ফরগেটকেও ডেকে পাঠান। কমিটি হোটেল কর্তৃপক্ষকে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সাক্ষ্য-প্রমান গ্রহন করে। কমিটি ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের গুলশান ডিভিশনের উপ পুলিশ কমিশনার এবং বনানী পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেও ডেকে পাঠায়। তারা কমিশন অফিসে আসেন এবং ঘটনার বিষয়ে কমিটির সামনে কথা বলেন। কমিটি ভিকটিমদের সাক্ষ্য-প্রমানাদিও গ্রহণ করে। কমিশনের প্যানেল আইনজীবী ভিকটিমদের আইনি সহায়তা প্রদান করছেন। বর্তমানে মামলাটি নিম্ন আদালতে বিচারাধীন এবং অপরাধকারীরা কারাগারে আছে।

গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে অগ্নিকান্ডঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন

০২ জানুয়ারী ২০১৭ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন গুলশান-১ মার্কেটে আগুন লাগে যাতে দোকান মালিকদের ব্যবসা ও জীবনযাত্রায় প্রচন্ড প্রভাব পড়ে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেন এবং সেখানে উপস্থিত ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের সাথে কথা বলেন। তিনি ভীতি প্রকাশ করে বলেন যে এটি একটি অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা হয়ে থাকতে পারে। তিনি মিডিয়াকে বলেন, "এটি যাচাই করে দেখার বিষয় যে এটি একটি অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা না দুর্ঘটনা ছিল। জনগণ বোকা নয়। এ ধরণের অগ্নিকান্ড যা প্রায়শই ঘটছে তা সন্দেহের; কেন এসব ঘটছে?" তিনি অগ্নিকান্ডের পেছনের কারণ খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, দোকান মালিক সমন্বয়ে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও যোগ করেন, "যদি এটি একটি অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে, আর যদি তা না হয় তাহলে অগ্নিকান্ডের পেছনে কারা দায়ী তা খুঁজে বের করতে হবে।" জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করে এবং তাদের তদন্ত প্রক্রিয়াধীন।

৬.৩ স্বতঃ প্রনোদিত অভিযোগসমূহ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মিডিয়া প্রতিবেদন দেখে এবং কমিশন বেঞ্চে আলোচনা করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্বতঃ প্রনোদিত অভিযোগ গ্রহন করেছে। নিম্নে এরূপ কিছু মামলার বিবরণ দেয়া হলঃ

একজন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক হত্যার অভিযোগ (অভিযোগ নম্বর-০৯/১৭)

মিডিয়া প্রকাশ করে যে এএসআই রবিউল আউয়াল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ঠান্ডু মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ঠান্ডু মিয়া তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে এএসআই তাকে নির্যাতন করে এবং তাকে পরবর্তীতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। হাসপাতালে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হয় যাতে উল্লেখ করা হয় যে মামলার অনুসন্ধানে এএসআই রবিউল কর্তৃক ঠান্ডু মিয়াকে গ্রেপ্তারের সত্যতা পাওয়া গেছে কিন্তু ঠান্ডু মিয়াকে অত্যাচারের অভিযোগ প্রমানিত হয়নি। ঠান্ডু মিয়া পুলিশ ষ্টেশনে যাওয়ার পথে মোটরবাইক থেকে লাফ দিতে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছে তার থেকেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে এএসঅআই রবিউলকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্য-ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

শিশু নির্যাতন (অভিযোগ নম্বর-১২/১৭)

রাজশাহীর পুঠিয়ায় একটি ১২ বছরের শিশু মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হয়েছে মর্মে মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়। নির্যাতনকারীরা অভিযোগ তোলে যে শিশুটি সিডি প্লেয়ার চুরি করেছে এবং সেজন্য তারা কাকে নির্যাতন করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসককে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক কমিশনে প্রতিবেদন পাঠায় যাতে উল্লেখ করা হয় যে ঘটনার সত্যতা প্রমানিত হয়েছে এবং পুলিশ নির্যাতনকারীদের গ্রেপ্তার করেছে ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে। জেলা প্রশাসক এ নিশ্চয়তাও প্রদান করেন যে তারা ঐ এলাকার ওপর নজর রাখছেন যাতে ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনা না ঘটে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক দম্পতির ওপর নির্যাতন (অভিযোগ নম্বর-১৪/১৭)

মিডিয়া প্রকাশ করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক দম্পতিকে স্থানীয় সালিসের নামে শাস্তিপ্রদানস্বরূপ মাথা মুড়িয়ে দেয়া হয় কারণ এ দম্পতির নারীসদস্যটি একজন মুসলিম প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসককে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করে।

একজন ধর্ষণ-শিকার নারী ও তার মায়ের ওপর নির্যাতন (অভিযোগ নম্বর-৩৬/১৭)

তুফান সরকার নামক একজন প্রভাবশালী শ্রমিকলীগ নেতার দ্বারা বগুড়ার নামাজগরের একটি কিশোরী মেয়ে ধর্ষনের শিকার হয় মর্মে মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঘটনার পরে তুফান সরকারের স্ত্রী মোসাম্মত আশা এবং তার বড় বোন মার্জিয়া হাসান রুমকি, যিনি বগুড়া সিটি কাউন্সিলে একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ধর্ষিতা ও তার মাকে ন্যায় বিচার প্রদানের নাম করে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যান। কিন্তু বাড়ীতে নিয়ে তারা ঐ ভিকটিম ও তার মাকে ন্যায়বিচার প্রদানের পরিবর্তে আটকে রাখে ও কঠোর নির্যাতন করে। স্থানীয় লোকদের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। এ ঘটনার পর ভিকটিমের মা অপরাধকারীদের বিরুদ্ধে বগুড়া থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং বগুড়ার জেলা প্রশাসককে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বগুড়ায় পরিদর্শণেও যান এবং সর্বশ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন যেন অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করা হয় তথা নারী ও কিশোরীদের ওপর সহিংসতা বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ (অভিযোগ নম্বর-৩২/১৭)

মিডিয়া প্রকাশ করে যে শাহজালাল নামে এক যুবক হাইজ্যাকিং-এর মিথ্যা সন্দেহের ওপর গ্রেপ্তার হয় এবং পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়। এ কারণে তার এক চোখ উপড়ে ফেলা হয়। পুলিশ দাবী করে যে সে এক মহিলার হাতব্যাগ চুরি করে এবং জনতা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিশ জনতার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে এবং পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যায়। কিন্তু শাহজালালের পরিবার

দাবী করে যে সে যখন রাতে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় তখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং কোন কারণ না দেখিয়েই তাকে হাজতখানায় নিয়ে যায়। তার সাথে তাদের (পরিবারের লোক) দেখা করতেও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। পরদিন তারা শুনতে পায় যে শাহজালালকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এনএইচআরসিবি এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং জেলা প্রশাসক, খুলনা-এর নিকট থেকে যথাযথ অনুসন্ধানের পর প্রতিবেদন পাঠাতে বলে।

মা ভিক্ষা করে যদিও তার তিন পুত্র পুলিশ কর্মকর্তা (অভিযোগ নম্বর- ৫৫/১৭)

মৃত আইয়ুব আলীর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বরিশালে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে মর্মে মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। যদিও ছয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে তার তিন ছেলেই পুলিশ কর্মকর্তা এবং এক মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তবুও তাকে অন্ন-সংস্থান করতে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয়। বর্তমানে সাংঘাতিক অসুস্থতার কারণে সে বাইরে যেতে পারছে না এবং চিকিৎসা ও খাদ্য বিহীন ভীষণ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। তার ছেলে-মেয়েরা তার কোন খোঁজ-খবর নেয় না। কমিশন এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং তার ছয় ছেলে-মেয়ের নিকট তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য নোটিশ জারী করে। কমিশন থেকে আরও বলা হয় যে তারা তাদের মায়ের প্রতি যে অবহেলা প্রদর্শন করে চলেছে তা মানবাধিকারের লংঘন এবং তাদের মায়ের সম্মতি নিয়ে কমিশন তার পক্ষে খোরপোশের মামলা রুজু করতে পারে।

শারীরিক শাস্তির কারণে ছাত্রের মৃত্যু (অভিযোগ নম্বর- ১৫৪/১৭)

BLAST- **এর মাধ্যমে** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানতে পারে যে পটিয়া, চট্টগ্রাম এর মনসা স্কুল ও কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া একজন ছাত্র একজন শিক্ষকের দেওয়া শারীরিক শাস্তির কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। শিক্ষিকা তাহেরা আকতার তাকে কান ধরে ৫০ বার ওঠবস করতে বলেছিল। ১৮ বার ওঠবস করার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পানি খেতে চায়। তাহেরা আকতার তাকে ছুটি দিয়ে দেয় কিন্তু বাড়ী ফেরার কালে স্কুল-মাঠেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে এবিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, কমিশনে প্রতিবেদন পাঠায় যাতে উল্লেখ করা হয় যে অনুসন্ধানে ঘটনার সত্যতা প্রমানিত হয়েছে যে ঐ শিক্ষিকা ছাত্রটিকে শারীরিক শাস্তি দিয়েছিল কিন্তু সে জানত না যে শিশুটি দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। প্রতিবেদনে এটাও উল্লেখ করা হয় যে শিক্ষিকাকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

রোমেল চাকমার মৃত্যু (অভিযোগ নম্বর- ৪৭/১৭)

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা, রোমেল চাকমার বাবা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তার অভিযোগটি এই যে তার এইচএসসি-পরীক্ষার্থী পুত্র রোমেলকে ননিয়ারচর বাজার থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কতিপয় সদস্য অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা রোমেলের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় এবং নির্যাতনের এক পর্যায়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঐ ঘটনার পড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু তার স্বাস্থের অবস্থা অবনতিশীল হওয়ার কারণে তারা তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে এবং ১২ দিন পর সেখানে রোমেল চাকমা মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তার মৃতদেহ পেট্রল দিয়ে আগুণ জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং ঘটনা তদন্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করে এবং পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে কমিশন তাদের পর্যবেক্ষণ সরকারের নিকট প্রেরণ করে।

শিশুকর্মীকে নির্যাতন ও হত্যা-চেষ্টা (অভিযোগ নম্বর- ৭৫/১৭)

মিডিয়া প্রকাশ করে যে ১২-বছর বয়সী একজন শিশু গৃহকর্মীকে তার গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতন ও হত্যার চেষ্টা করা হয়। এনএইচআরসিবি এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে। প্রতিবেদন অনুসারে, আল আমীন নামে এক গরীব কৃষকের ছেলে

৬ মাস যাবৎ সেখানে কাজ করছিল এবং সে সেখানে প্রায়শই সামান্য ভুলের কারণেই নির্যাতিত হচ্ছিল। তাকে টয়লেটের মধ্যে রাখা হত এবং পচা খাবার দেয়া হত। তাকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়েছে। কমিশন মামলাটি তদন্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনার ওপর সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রাঙ্গামাটির লংগদু ঘটনা (অভিযোগ নম্বর- ২৫/১৭)

রাঙ্গামাটির লংগদু তে বাঙ্গালি সেটলার ও সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে যুবলীগ নেতা নুরুল ইসলাম নয়নের খুন হওয়া নিয়ে চলমান সংঘাত ও সহিংসতার প্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারী হওয়ার মিডিয়া প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নুরুল ইসলাম নয়ন মোটরসাইকেল চালিয়ে টাকা আয় করত। তার খুন হওয়ার দিন সে মোটরসাইকেলে নৃ-গোষ্ঠীর দুই বালককে খাগরাছড়িতে নিয়ে গেছে। খাগরাছড়ির এলাকায় প্রবেশের পর বালক দুটি নয়নকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আক্রমন করে এবং তাকে হত্যা করে। তারপর তারা নয়নের বাইক নিয়ে দূরে পালিয়ে যায়। যখন খবরটি সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, বাঙ্গালি সেটলারগণ নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে আক্রমন করে এবং তাদের বাড়ীঘরে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়। অনেককেই রাতে তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়। এনএইচআরসিবি এবিষয়ে একটি সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং ঘটনার তদন্ত করা ও প্রতিবেদন ৪ দিনের মধ্যে দাখিল করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে।

সিলেটের এম.এ.জি. ওসমানি মেডিকেল কলেজের কতিপয় ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ (অভিযোগ নম্বর- ৫৮০/১৬)

সিলেটের এম.এ.জি. ওসমানি মেডিকেল কলেজের কতিপয় ডাক্তারের বিরুদ্ধে ভূয়া চিকিৎসা ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারীর স্ত্রী সন্তান প্রসবজনিত কারণে সেখানে ভর্তি হয়েছিল এবং সেখানে একটি শিশুকণ্যার জন্ম দেয়। অপারেশনের পরবর্তী দিন চিকিৎসকগণ আরও দুবার শল্য-চিকিৎসা করেন। এরপর তার লাইফ-সাপোর্টের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কমিশন এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি সুয়োমটো মামলা রুজু করে এবং এম.এ.জি. ওসমানি মেডিকেল কলেজের পরিচালককে নোটিশ প্রেরণ করে। পরিচালক কমিশন বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করে যাতে উল্লেখ করা হয় যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এবং বিষয়টি ইতোমধ্যেই অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত চিকিৎসক এ দুপক্ষের মধ্যে কমিটির উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক, সিলেট-এর অফিসকক্ষে বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অধ্যায় ৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৭ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৭.১ অফিস স্থানান্তর ও পুনর্বিণ্যাস এবং আঞ্চলিক অফিস চালুকরণ

বছরের শুরুতেই কমিশনের অফিস মগবাজারের গুলফেঁশা প্লাজা থেকে বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এটা সাধারণ জনগণের সহজ প্রবেশগম্য একটি কেন্দ্রিয় স্থানে হয়েছে। জনগণের দ্বারগোড়ায় সেবা সম্প্রসারিত করার জন্য কমিশন দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে যত শীঘ্র সম্ভব আঞ্চলিক অফিস স্থাপনে আগ্রহী। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রাঙ্গামাটি ও খুলনায় দুটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করে ন্যূনতম জনশক্তি ও সহায়তা নিয়েই কর্মকান্ড চালু করা হয়েছে।

৭.২ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তড়িৎ পদক্ষেপ

কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়-প্রার্থী ক্যাম্প পরিদর্শণ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক-এর নেতৃত্বে ও কমিশনের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী ও প্রফেসর ডঃ মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং ইউএনডিপি প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বয়ে একটি দল কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা

আশ্রয়-প্রার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। দলটি রোহিঙ্গা আশ্রয়-প্রার্থী দের সাথে দেখা করেন এবং তাদের কষ্ট ও অভাব-অনুযোগের কথা শোনেন। দলটি স্থানীয় প্রশাসন এবং কর্মরত এনজিওগুলোর সাথেও কথা বলেন। পরিদর্শণ শেষ করে মাননীয় চেয়ারম্যান মিডিয়ায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুরতা বাঙ্গালিদের ওপর একসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে বর্বরতা হেনেছিল তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে কথা বলছেন

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অমানুষিক নির্যাতন ও নিবর্তন চালিয়ে আসছে।

তিনি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জনমত গঠন এবং তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির বিষয়ে জোর দেন।

দলটি অনিবন্ধিত বালুখালি ক্যাম্প এবং একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকও পরিদর্শণ করে যেটি সেখানে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারনে নিয়োজিত আছে।

একটি নির্যাতিত শিশুকে দেখতে এনএইচআরসি-চেয়ারম্যান বিএসএমএমইউ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন

আবির হোসেন নামের একটি বালক, যে অতি সামান্য কারণেই কিশোরগঞ্জে তার প্রতিবেশীর দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়, তাকে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ১৬ মার্চ ২০১৭ বিএসএমএমইউ হাসপাতালে যান। জানা যায় যে খেলা করার সময় আবির তার এক বন্ধুর সাথে ঝগরায় জড়িয়ে পড়ে এবং সে কারণে তার বন্ধুর বাবা তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করে এবং সে অজ্ঞান হয়ে যায়। আবিরকে দেখার পর মাননীয় চেয়ারম্যান মিডিয়ার সাথে কথা বলেন এবং প্রকাশ করেন যে কমিশন আবিরের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। তিনি বলেন, "আমরা দেখতে চাই যে অপরাধকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার জন্য শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।" তিনি দেশে ক্রমবর্ধমান শিশু নির্যাতনের ধরন দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান আবীর হোসেনের সাথে কথা বলছেন

৭.৩ মানবাধিকার সংক্রান্ত দিবস উদযাপন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০১৭ উদযাপন

১০ ডিসেম্বর ২০১৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এইচআরপি- ইউএনডিপি এর সাথে যৌথভাবে ঢাকা, রাঙ্গামাটি ও খুলনায় মানবাধিকার দিবস ২০১৭ উদযাপন করে। মানবাধিকার দিবসের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চারটি অগ্রগণ্য জাতীয় পত্রিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এঁদের বাণী-সম্বলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। এ উদযাপনে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর পর "সমতা,

ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার উন্নয়নে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স" নামে একটি দু'দিন-ব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঢাকার কনফারেন্সটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

ডঃ শিরিন শারমিন চৌধুরী, এম.পি, মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রধান অতিথি হিসাবে মানবাধিকার দিবসের উদ্বোধন করেন। ডঃ গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা, বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের মান্যবর এম্বাসেডর রেনে হোলস্টেইন, মিয়া সেপ্পো, ইউএন আবাসিক সমন্বয়ক ও আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ বিশেষ অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কনফারেন্সটি আটটি কার্যানুষ্ঠানে বিভক্ত করে পরিচালত হয়।

সমাপনী সেশনে এ্যাডভোকেট আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ঢাকাস্থ সুইজারল্যান্ড এ্যামবাসির পরিচালক, SDC এবং মিশনের উপপ্রধান Beate K. Elsässer এবং সুদীপ্ত মুখার্জি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার পূর্বে হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি-এর প্রধান টেকনিকাল সহায়তাকারী শর্মিলা রাসুল এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে আলোচিত মূল বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেন।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। মিসেস জ্যোতিকা কারলা, মাননীয় সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ভারত, মি: দাতুক গডফ্রে গ্রেগরি জৈতল, মাননীয় কমিশনার, SUHAKAM, মালয়েশিয়া, শ্রী নূর ফাথিয়া, ইন্টার-এজেন্সি কোঅপারেশন, Komnas HAM, ইন্দোনেশিয়া, গেমা ফালোরান পারোজিনগ, এটর্নি, এনএইচআরসি, ফিলিপাইনস কনফারেন্সে যোগদান করেন।

আন্তর্জাতিক নারীদিবস ২০১৭ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারীদিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে এনএইচআরসিবি দৈনিক সমকাল ও ইউএনডিপির সাথে যৌথভাবে একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। আলোচনার মূখ্য বিষয় ছিল উন্নয়নে নারীর অদৃশ্য অবদান। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারীগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ তথা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনায় বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণ (এনএইচআরসিবির মাননীয় চেয়ারম্যান, মাঝখানে)

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মূল আলোচকদের মধ্যে ছিলেন জনাব গোলাম সরোয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল, মি: মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম মন্ত্রণালয়, নাসিমা বেগম, সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রফেসর ডঃ সাদেকা হালিম, ডীন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেলিমা আহমেদ, চেয়ারপারসন, নারী চেম্বার অব কমার্স, খুশি কবির, সমন্বয়ক, নিজেরা করি, সুমাইয়া ইসলাম, পরিচালক, নারী অভিবাসী কর্মী সংঘ, তসলিমা আখতার, সমন্বয়ক, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি-এর প্রধান টেকনিকাল সহায়তাকারী শর্মিলা রাসুল, হাসিনা বেগম, ব্যবসায়ী, রূপালী আকতার, গার্মেন্টস কর্মী, কুলসুম আকতার, গৃহকর্মী, সামসুন্নাহার, মহিলা ব্যবসায়ী।

জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন

জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৭ মার্চ ২০১৭ BIAM অডিটরিয়ামে "শিশু অধিকার সংরক্ষণে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের

মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইমান আলী প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, এনএইচআরসিবি, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মি: শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, ভোরের কাগজ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, জনাব এমরানুল হক চৌধুরি, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, খুশি কবির, সমন্বয়ক, নিজেরা করি, খন্দকার জাহারুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজাবিলিটি, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে শিশুদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও সবাই উপভোগ করেছেন।

৭.৪ কমিশন সভার কতিপয় প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারাবছর ধরেই কমিশন সভায় যথেষ্ট সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নিম্নে কতিপয় সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়া হলঃ

১. কমিশন শিশুর প্রতি সহিংসতা নজরদারির জন্য **একটি শিশু কমিশন গঠনের** সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২. কমিশন বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের ওপর প্রণীতব্য বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩. কমিশন শিশুবান্ধব বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ প্রদানসহ এবং একটি **শিশু অধিদপ্তর** প্রতিষ্ঠার এ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪. এমডিজি অর্জনের জন্য কমিশন সরকারের পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়নপূর্বক এসডিজি-লক্ষমাত্রাসমূহ যার বেশীরভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পরামর্শসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৫. কমিশন ইউএন কমিটিসমূহের (ট্রিটিবডিজ) সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং বিভিন্ন প্রতিপাদ্য-ভিত্তিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে কমিশনের **থিমেটিক কমিটিগুলোকে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত** গ্রহণ করা হয় যাতে ট্রিটিবডিতে ছায়া-প্রতিবেদনসমূহ নিয়মিত প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

৭.৫ সেমিনার/কর্মশালা কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং আগামীর পথচলা শীর্ষক সেমিনার

জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং আগামীর পথচলা শীর্ষক একটি আঞ্চলিক সেমিনার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং এইচআরপি- ইউএনডিপি কর্তৃক যৌথভাবে ২৮ জানুয়ারী, ২০১৭ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ আয়োজন করা হয়। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং সেমিনারের উদ্বোধনী সেশনের শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি তুলে ধরেন এবং তাঁর নেতৃত্বে নতুন কমিশন (৪র্থ কমিশন) কি কি কাজ হাতে নিয়েছে কমিশনকে শক্তিশালীকরণের জন্য তারও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি সেমিনারের আলোচনার ক্ষেত্র এবং পরিবেশ তৈরী করে দেন এবং পরবর্তীতে সারাদিসব্যাপী বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীগণ সেটা এগিয়ে নিয়ে যান।

সুদীপ্ত মুখার্জি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এ ধরণের একটি আঞ্চলিক সেমিনার যেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন একজন কমিশনারসহ অন্যান্য দেশী ও বিদেশী অনেক মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিদের ন্যায় যোগদান করেছেন তার প্রশংসা করেন। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যে এধরণের আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় আরও ব্যাপক করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানদন্ডকে স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে ইউএনডিপি সবসময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি তৈরী করে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের পক্ষে। সে উদ্দেশে ইউএনডিপি কারিগরি সহায়তার মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও প্রদানে সম্মত থাকছে।

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম শিশু অধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "যদিও সরকার কর্তৃক এক গুচ্ছ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সরকারি পর্যায়ে তথা ব্যক্তিখাতে শিশুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পাশবিকতার রাশ টেনে ধরার পরিশর সৃষ্টি এখনও বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবেই বিরাজমান। ভাল পাঠ্যসূচি তৈরী করা এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে, যা শুধুমাত্র আইন দিয়ে হবে না, এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেমিনারের বিশিষ্ট অতিথিবর্গ (বামদিক হতে- সুদীপ্ত মুখার্জি, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, কাজী রিয়াজুল হক, আনিসুল হক, এম.পি, জাস্টিস এইচ এল দত্ত, জাস্টিস আমীর-উল ইসলাম)

জাস্টিস এইচ এল দত্ত, চেয়ারপারসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার এ অভিজ্ঞতা বিনিময় পদ্ধতিটিকে উৎসাহিত করেন। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়ার কার্যপদ্ধতি, সেবা প্রদানের ধরণসমূহ এবং এর এখতিয়ার প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেন। তিনি সমসাময়িক দুটো সমস্যা-যা তাঁরা মোকাবেলা করেন তার উল্লেখ করেন। একটি হচ্ছে- ব্যক্তি মালিকানাধীন সেক্টরের ওপর তাদের এখতিয়ার-সংক্রান্ত এবং অন্যটি হচ্ছে- এনএইচআরসি-র সিদ্ধান্ত সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে কি না।

এ্যাডভোকেট আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথি হিসাবে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্জনসমূহ এবং যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হয় তার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি কমিশনকে উৎসাহিত করেন যেসকল প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা সরকার সৃষ্টি করেছে, যেমন- লিগ্যাল এইড ট্রাস্ট, তাকে সহায়তা করার জন্য যাতে করে ঝুঁকিগ্রস্থ মানুষেরা বেশীকরে বিচার ব্যবস্থার নিকট পৌঁছতে পারে।

মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিশু সংরক্ষণ এবং বিচার ব্যবস্থা-এর ওপর প্লেনারি সেশন

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন। লায়লা খন্দকার, পরিচালক, শিশু সংরক্ষণ, সেভ দ্য চিলড্রেন, শিশু অধিকারের বিষয়ে কিছু উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং তার শিকড়ের সমস্যাগুলো বর্ণনা করেন এবং কিছু সমাধানের পথও বলে দেন।

জনাব এমরানুল হক চৌধুরি, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম বলেন, "আমার উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে সেসব শিশুরা যারা অধিকতর ঝুঁকিগ্রস্থ।" সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে শিশু নির্যাতন ঘটনার সংখ্যা ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে কমেছে, কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে পাশবিকতা বেড়েছে এবং পিতামাতারাও ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমনকারি।

মাহমুদা শারমিন বেনু, অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে প্রথম সারির দেশগুলোর একটি যারা শিশু অধিকার কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং জন্ম-অধিকার সংক্রান্ত ও শিশু পাচার প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন দেখিয়েছে। যদিও অনেক কিছুই এখনও করা বাকি, তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক

মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশুদের প্রতি একটি অধিকার-ভিত্তিক সংযোগ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জাস্টিস এম. ইমান আলী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি, এই সেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে বলেন, "বাংলাদেশ সংবিধান শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে ভিত্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ দৈনন্দিন জীবনে শিশুদের প্রহার করা মেনে নিয়েছে যদিও ইহা দন্ডবিধিকে লংঘন করে।" তিনি সুপারিশ করেন যে যৌন নির্যাতন এবং আক্রমনকে প্রতিহত করতে জনগণকে নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।

সেমিনারের বিশিষ্ট অতিথিবর্গ (বামদিক হতে- মাহমুদা শারমিন বেনু, কাজী রিয়াজুল হক, জাস্টিস এম. ইমান আলী, এমরানুল হক চৌধুরি, লায়লা খন্দকার)

অভিবাসী কর্মীদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের দেশে প্রত্যাবর্তন- এর ওপর প্লেনারি সেশন

মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সেশনটি সঞ্চালনা করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রী শরদ চন্দ্র সিনহা, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়া। বেগম শামসুন্নাহার, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, " আন্তর্জাতিক অভিবাসনএকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু। যেহেতু, অভিবাসীদের একটি বিরাট অংশ মহিলাদের দ্বারা সৃষ্ট তাদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা বৈদেশিক মুদ্রার এক বড় উপার্জনকারী এবং সঙ্গতভাবেই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি প্রাধিকার খাত।"

সেমিনারের বিশিষ্ট অতিথিবর্গ (বামদিক হতে- বেগম শামসুন্নাহার, মোঃ নজরুল ইসলাম, ডঃ গওহর রিজভী, শ্রী শরদ চন্দ্র সিনহা)

শ্রী শরদ চন্দ্র সিনহা, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়া বলেন, "সমসাময়িক বিশ্বে অভিবাসনকে আরও সহজতর করা যায় কিন্তু সংঘাত ও দারিদ্রের কারণে এটা ক্রমান্বয়েই জটিলতর এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হচ্ছে। এশিয়া থেকে অভিবাসন হচ্ছে পৃথিবীর জন্যই একটি প্রভাবশালী বিষয়। এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেমন একটি চাবিকাঠি তেমনি এটা যে কোন উন্নয়নশীল দেশের জন্য কারিগরী জ্ঞান ও নতুন আবিষ্কার অনুসন্ধানের একটি ভাল ব্যবস্থা।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এসডিজি বা এজেন্ডা ২০৩০ অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অভিবাসী শ্রমিকের সদর্থক অবদানকে স্বীকার করেছে। ভারতীয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন অভিবাসন ও অভিবাসীদের বিষয়গুলোকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে কিভাবে বর্ণনা করেছে তিনি তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরেন।

ডঃ গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যদিও সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছে তবুও কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে।" অভিবাসীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, "বাংলাদেশী অভিবাসীরা এ হিসাবে বিশেষ চরিত্রের যে তারা বিদেশে কাজ করতে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা-ভাবনা লালন করে না। ফলে, তাদের দেশের সাথে সংযোগ অন্যান্য অভিবাসী যারা বিদেশে স্থায়ী হওয়ার জন্য গিয়েছে তাদের থেকে অনেক বেশী গভীর।" তিনি আরও ব্যক্ত করেন, "অভিবাসী কর্মীদের পাঠানো টাকাগুলো জড়ো করে যে বিশাল রেমিট্যান্স তৈরী হয়েছে তা দেশের অভ্যন্তরে সুষমভাবে বন্টিত হওয়ার উৎস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।"

কমিশন মানবাধিকার লংঘনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য আইন সহায়তা সেবা চালু করছে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর ১৯(৬) ধারা অনুযায়ী কমিশন মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগের সপক্ষে পার্টি হয়ে মামলা লড়ার ক্ষমতা রাখে। তদনুযায়ী, ২০১৭ এর মে মাসে কমিশন মানবাধিকার লংঘনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের আইন সহায়তা প্রদানের জন্য দেশের ৪০ জেলায় ১০০ প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ করে এবং তাদের জন্য ১৯ আগষ্ট ২০১৭ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি পরিচিতিমূলক সভার আয়োজন করে।

প্যানেল আইনজীবি এবং স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা কিভাবে কমিশনের সাথে ব্যাপক পরিশরে সংযোগ রক্ষা করতে পারে সেবিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করার মাধ্যমে দিন-ব্যাপী কর্মসূচিটি মূখ্যত যে মূল বিবেচনার ওপর আলোচনা কেন্দিভূত করে তা হচ্ছে কিভাবে মানবাধিকার লংঘন মামলাগুলো দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা যায়, নীতি-নৈতিকতা ধারণ করে কার্য-পরিচালনা এবং প্যানেল আইনজীবিদের জন্য প্রযোজ্য মানানসই কার্য-পদ্ধতি (SOP) কি হবে।

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, " কমিশন সবসময়ই সেই মানুষগুলোকে সহায়তা প্রদান করবে যারা দারিদ্র কিংবা অন্য আর্থ-সামাজিক বাঁধা-বিপত্তির কারণে আদালতে মামলা লড়াই করতে অসমর্থ। বিনামূল্যে এ আইন-সাহায্য সহায়তা মানবাধিকার লংঘনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের বিচার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় কাজে আসবে।"

জনাব এম এ মান্নান, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আগমন করেন। জাস্টিস এম. এনায়েতুর রহিম, মাননীয় বিচারপতি, হাইকোর্ট ডিভিশন, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ এবং চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি, জনাব আব্দুল বাসেত মজুমদার, সিনিয়র এ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ এবং ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, জনাব এ. এস. এস. এম জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মিজ শর্মিলা রাসুল, সিটিএ-এইচআরপি, ইউএনডিপি বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানকে অলংকৃত করেন। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, এনএইচআরসিবি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পরিবেশন করেন।

সুশীল সমাজের সাথে পরামর্শকরণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এইচআরপি- ইউএনডিপি-এর সাথে যৌথভাবে ১৫ মে, ২০১৭-এ **"হিউম্যান রাইটস আপ ফ্রন্ট: এক্সপ্লোরিং কোল্যাবোরেশন টু প্রোমোট হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ"** শিরোনামে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বলেন, "যদি আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও এনএইচআরসি আইন-২০০৯ কর্তৃক প্রদত্ত আইনি-শক্তিকে বিভিন্ন অধিকার-সংগঠনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শক্তির সাথে একত্রিত

করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের কৌশলগত লক্ষ ও নিশানায় পৌঁছে যেতে সমর্থ হব।"

তিনি আরও বলেন, " এনএইচআরসিবি বিভিন্ন অধিকার-ইস্যুগুলোকে সমাধান করার উদ্দেশে কমিশনের সদস্যদের প্রধান করে এযাবৎ ১০টি থিমেটিক কমিটি গঠন করেছে। কমিটিগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তির সুযোগ রেখেই সেগুলোকে সকলের দ্বারা অনুধাবনযোগ্য করে গঠন করা হয়েছে।"

এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে রাশেদা কে চৌধুরি, নির্বাহী পরিচালক, CAMPE বলেন, "পারস্পরিক সহযোগিতা অধিকার-সংগঠনগুলোর কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতে সাহায্য করবে।"

অন্যান্যদের মধ্যে সালমা আলী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, খুশি কবির, সমন্বয়ক, নিজেরা করি, জাকির হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, নাগরিক উদ্যোগ এবং সঞ্জীব দ্রং, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ আদিবাসি ফোরাম পরামর্শ সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক সহিংসতা সমাপ্তির ক্যাম্পেইন চালুকরণ

"এটা আমাকে শিশুদের বিরুদ্ধে বাড়ীতে, স্কুলে এবং কর্মক্ষেত্রে শারীরিক সহিংসতা সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়" এ শিরোনামে একটি ক্যাম্পেইন এনএইচআরসিবি, চাইল্ড-রাইটস এ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন, বাংলাদেশ এবং ওয়াল্ড ভিশন, বাংলাদেশ যৌথভাবে ২৩ মার্চ, ২০১৭ ব্রাক সেন্টার-ইন এ আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জনাব আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি-বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি-বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, (মাঝখানে)

ক্যাম্পেইনটি একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শণের মাধ্যমে চালু করা হয় যেখানে কিছু পরিসংখ্যান ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত শারীরিক সহিংসতার কারণসমূহ তুলে ধরা হয়। মিঃ ফ্রেড উইটেভিন, জাতীয় পরিচালক, ওয়াল্ড ভিশন, বাংলাদেশ তাঁর স্বাগত বক্তৃতা পরিবেশনকালে বলেন, "শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এতটাই ব্যাপক যে এর জন্য সামগ্রিক জিডিপির প্রায় ৮% মূল্য দিতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "এসডিজি বাস্তবায়ন সার্থক হবে না যদি শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত শারীরিক সহিংসতার সমাধান অসমাপ্ত থেকে যায়।" তিনি শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত শারীরিক সহিংসতার সমাপ্তির জন্য সরকারের কর্মকান্ডের ওপর জোড় দেন এবং শিশুকে নিরাপদ রাখার পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের জন্য আরও মনোযোগী হতে বলেন। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর উদ্ধৃতি দিয়ে জনাব আবুল কালাম আজাদ বলেন যে ঐ আইনের বিধিতে সরকার কতিপয় শক্ত বিশেষ বিধানাবলী তৈরীর চেষ্টা করেছে। তিনি আরও বলেন যে এসডিজির ১৭ লক্ষের মধ্যে ১১টি লক্ষ এবং ৫৮ টি নিশানা বাংলাদেশের ধারণা-প্রসূত যা আন্তর্জাতিকভাবে হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, এসডিজির ১৭ টি লক্ষের মধ্যে শিশু-অধিকার একটি গৌণ (ক্রসকাটিং) ইস্যু।

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, "শিশুরা দেশের ভবিষ্যত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন যে তিনি শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করেছিলেন।" তিনি আরও বলেন, " পরবর্তীতে প্রণীত শিশু আইন-২০১৩ অনেকাংশেই একটি প্রগতিশীল আইন কিন্তু সেটিরও কিছুটা পরিমার্জন প্রয়োজন।" "শিশু অধিকার কনভেনশনের চারটি অনুসরণীয় নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের মেনে চলা উচিৎ", তিনি যোগ করেন।

সাবিরা নুপুর, উপপরিচালক, এ্যাডভোকেসি এন্ড জাস্টিস ফর চিলড্রেন ক্যাম্পেইনটির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো উঠে আসেঃ

- গৃহকর্মী কল্যাণ নীতিমালাকে আইনে পরিনত করতে হবে
- কোন কর্মক্ষেত্রগুলো শিশুদের জন্য বিপদসংকুল নয় তার ঘোষণা দিতে হবে
- বাংলাদেশকে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত দেশ হিসাবে তৈরী করতে হবে
- শিশু-অধিকার পরিস্থিতি নজরদারির জন্য একটি শক্তিশালী শিশু অধিকার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ওপর জনগণের আশা অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন আবশ্যক
- সাংবাদিকগণকে শিশু-অধিকার কর্মী হিসাবে কাজ করা উচিৎ
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা শিশু নির্যাতন ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া বন্ধ হওয়া উচিৎ
- শিশুদের বিষয়ে অভিবাবক / পিতামাতাকে সচেতন করা প্রয়োজন
- আইন বাস্তবায়নের ওপর মনোযোগ দেওয়া দরকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শকরণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এইচআরপি- ইউএনডিপি-এর সাথে যৌথভাবে ২৬ জুলাই, ২০১৭ ব্রাক সেন্টার-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, " বাংলাদেশ এমডিজির বেশীরভাগ লক্ষ অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় প্রচুরসংখ্যক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এখনও অনেক কিছুই করার অপেক্ষায় আছে। সকল স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য পালনকারীদের এবিষয়ে এগিয়ে আসা দরকার কারণ এসডিজির অনেকগুলো লক্ষও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের সাথে জড়িত।" পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ সুপারিশ করেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত করা প্রয়োজন এবং তা করা সম্ভব তাদেরকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বা সমাজে তাদের অধিকার বাস্তবায়নে অন্য বিদ্যমান পন্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে। অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা, যথেষ্ট যানবাহন সুবিধা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বর্দ্ধিত অর্থ-বরাদ্দ এ-সবই পরামর্শ সভার সুপারিশমালার অন্তর্ভূক্ত।

এসডিজি ও মানবাধিকার এর ওপর গোলটেবিল আলোচনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দি ডেইলি সান পত্রিকার সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ০৮ জুলাই, ২০১৭ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিঃ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা-এর কনফারেন্স কক্ষে এসডিজি ও মানবাধিকার এর ওপর একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে।গোলটেবিল আলোচনার প্রধান বক্তা জনাব আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি-বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বলেন, "আসুন ক্ষুধাকে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে আমরা একযোগে কাজ করি। যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি, আমরা এসডিজি অর্জনে নিশ্চিত হতে পারব।" তিনি আরও বলেন, "সরকার সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, সুবিধাবঞ্চিত বা স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়, মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসডিজি অর্জনের জন্য সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।"

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলেন, "এমডিজির সাথে একই রেখায় এসডিজিকে অধিকতর

সাবলীলভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে মানব উন্নয়নের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ১৭টি লক্ষ এবং ১৬৯টি নিশানার মধ্যে বিধৃত হয়েছে। এসডিজির মূল প্রতিপাদ্য / আকর্ষণ হচ্ছে দারিদ্র নির্মূলকরণ, টেকসই উৎপাদন এবং দায়িত্বপূর্ণ ও পরিণামদর্শী ভোগ, প্রকৃতি সংরক্ষণ, পানির নীচের এবং ভূমির উপরিভাগের জীবন, সমতা ও সমস্বার্থ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মান, গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ"

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, কাজী রিয়াজুল হক কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে ১৫ আগস্ট ২০১৭ ঢাকার ধানমন্ডি ৩২-এ রক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরবর্তীতে, কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এনএইচআরসিবির অফিসে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। এনএইচআরসিবির চেয়ারম্যান, কাজী রিয়াজুল হক "বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী" অনুসরণে তাঁর জীবনীর ওপর একটি বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "দেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও অবদান মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি অন্যতম বিরল উদাহরন। তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায়, অপকর্ম, শোষণ, দু:শাসন, নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁকে বারংবার জেলে যেতে হয়েছিল।"

বঙ্গবন্ধুর ওপর ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মন্তব্য যে তিনি হিমালয় দেখেননি কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছেন- এ উদ্ধৃতি দিয়ে এনএইচআরসিবির চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধুকে মানুষ হিসাবে তথা একজন বিশ্বনেতা হিসাবে তাঁর বিশাল মাপের আরও মূল্যায়নে সচেষ্ট হন। সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। এছাড়া, তিনি তাঁর উপস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শণের ব্যাপ্তির ওপরও আলোকপাত করেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার ওপর পরামর্শ সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৫ জুন, ২০১৭ ব্রাক সেন্টার ইন-এ "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার ওপর পরামর্শ: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত" এ শিরোনামে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। পরামর্শ সভাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়, অর্থাৎ- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বিজনেস সেশন। উদ্বোধনী সেশনে কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রধান অতিথি হিসাবে আসন অলংকৃত করেন।মোঃ জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব জাহিদুল কবির, ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রণীতব্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার খসরার ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, কাজী রিয়াজুল হক উল্লেখ করেন যে শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সরকারের অর্জন লক্ষ করার মত। এনএইচআরসিবি ইউপিআর সম্পর্কে সকল সচিবকে একটি জেগে ওঠার সংকেত প্রদান করেছে। এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান প্রতিবন্ধী বিষয়ক সকল কমিটিগুলোকে শীঘ্র তৎপর হওয়ার জন্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা অবিলম্বে প্রণয়নের জন্য দাবী উত্থাপন করেন।

কর্ম-অধিবেশনে (বিজনেস সেশন) প্রাণবন্ত মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রণীত হয়ঃ

- প্রতিবন্ধী নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার ওপর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ভূমিকা পালনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থতা / অস্পষ্টতা থাকলে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় (এনএপি-তে) তা দূর করে সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে হবে;
- প্রতিবন্ধী-অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সরকার এবং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে এনএইচআরসিবি কর্তৃক সেতুবন্ধ রচনাকারীর ভূমিকা পালনকে আরও জোড়দার করতে হবে;
- জাতীয় ইমারত নির্মান বিধিমালাকে পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবন্ধী-বান্ধব করতে হবে;
- এনএপি-তে প্রাসঙ্গিক সকল মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- এনএপি-তে প্রতিবন্ধী এতিম শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিগ-নির্দেশনা চিহ্নিত করে দিতে হবে;
- আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় চাকুরির পরিক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- সকল ধরণের যানবাহন (স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ) প্রতিবন্ধী-বান্ধব করতে হবে;
- গণ-পরিবহণ আইনে প্রত্যেক যানবাহনে "ফার্স্ট এইড বক্স" রাখার বাধ্যবাধকতার নীতি ঢুকিয়ে দিতে হবে;

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: সমস্যার সমাধান এবং স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা শীর্ষক পরামর্শসভা

বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে যা বিশাল এবং লক্ষ্যণীয়। দেশে কর্মজীবি নারীর সংখ্যা শুধুমাত্র নিম্নধাপের কর্মক্ষেত্রেই নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চ অবস্থানগুলোতেও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চ্যালেঞ্জসমূহ এখনও প্রচুর এবং সেগুলোর ওপর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন আন্ত-খাতভূক্ত (ক্রশ-সেক্টর) মহিলা পেশাজীবিদের সংলাপে সমাসীন করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতাসমূহের বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এইচআরপি- ইউএনডিপি-এর সাথে যৌথভাবে ঢাকাস্থ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ **কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: সমস্যার সমাধান এবং স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা** শীর্ষক একটি পরামর্শসভা সভার আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মেহের আফরোজ চুমকি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, নাসিমা বেগম, এনডিসি, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তানজিনা ইসমাইল, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৫) এবং শায়লা খান, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শারমিলা রাসুল, প্রধান কারিগরী উপদেষ্টা, এইচআরপি- ইউএনডিপি পরামর্শ সভার বিষয়বস্তু তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেহের আফরোজ চুমকি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, "যদিও মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসের, তবুও একজন প্রসূতি মাকে তাঁর শিশুসহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছতে সময়টি নিতান্তই স্বল্প। গর্ভবতী সময়ে একজন নারীকে অত্যন্ত কঠিন সময় অতিক্রান্ত করতে হয়। সুতরাং ঐ সময়ে সহকর্মীদের আরও বেশী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।"

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা স্পষ্টতই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তি জীবনে তাদের চ্যালেঞ্জসমূহেরও বৃদ্ধি ঘটেছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, " সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বা নিরাপত্তা জাল, যেমন- বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মেয়েদের জন্য বৃত্তি, প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদি পদক্ষেপ নারী-অধিকার রক্ষায় অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু এখনও কর্মক্ষেত্রে যে বহুবিচিত্র চ্যালেঞ্জসমূহ মহিলাদের মোকাবেলা করতে হয় তার সমাধানে অনেক কিছুই করার অপেক্ষায় রয়েছে।"

বিভিন্ন পেশাজীবি নারী সংগঠন (নেটওয়ার্ক), যেমন- মহিলা জজ সমিতি, মহিলা পুলিশ নেটওয়ার্ক, বিসিএস মহিলা ক্যাডার নেটওয়ার্ক, মহিলা আইনজীবি সমিতি, মহিলা সাংবাদিক সমিতি, মুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিগণ, কর্পোরেট প্রতিনিধিগণ ও শিক্ষাবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করেন।

ব্যবসা (বিজনেস) এবং মানবাধিকার এর ওপর সেমিনার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এইচআরপি- ইউএনডিপি-এর সাথে যৌথভাবে ১১ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকাস্থ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ **ব্যবসা (বিজনেস) এবং মানবাধিকার** শীর্ষক একটি সমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজিও এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জনাব এম এ মান্নান, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "ব্যবসায়ের সাথে স্থানীয় বা বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রে মানবাধিকারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। শিল্প-কারখানায় মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।" মোঃ নজিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, এনবিআর সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন, "ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে কর্মচারী ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ।"

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সরকারের উচিৎ অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করা কারণ তারা প্রতি বছর রেমিট্যান্স হিসাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে প্রেরণ করে এবং পোষাক শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা দরকার কারণ তারাই বেশীরভাগ রপ্তানী আয়ের চালিকাশক্তি।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "যদিও ফরমাল সেক্টরে শ্রমিকের অধিকার কোন না কোন ভাবে সংরক্ষিত হয়, ইনফরমাল সেক্টরের ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি অনুপস্থিত, যদিও এর আকার এবং অর্থনীতিতে অবদান অনেক বড়।" তিনি আরও যোগ করেন, "বিদ্যমান শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।"

শিপা হাফিজা, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র উল্লেখ করেন, "গৃহপরিচর্যার সেবাদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রমের বিনিময়ে নামমাত্র মূল্য পরিশোধ করে শ্রমিকদের শোষণ করা হচ্ছে যা মানবাধিকারের লংঘন।"

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ শ্রম গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন, "দেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধানসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যেহেতু ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত প্রায় ৮০% ভাগ শ্রমিক বিদ্যমান আইন-বিধি দ্বারা লাভবান হচ্ছে না।"

এসডিজি-র ওপর স্বপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (ভিএনআর) সংক্রান্ত পরামর্শ সভা

এসডিজি-র ওপর স্বপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনায় (ভিএনআর) সুশীল সমাজের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একাত্মতা নিশ্চিত করার উদ্দেশে ওয়াল্ড ভিশন, বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতায় ০৯ মে ২০১৭ জেলা প্রশাসক, খুলনা এর সম্মেলন কক্ষে একটি বিভাগীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা

প্রশাসক, খুলনা মোঃ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ ফায়েকউজ্জামান, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ শরিফউদ্দিন, পরিচালক, এনএইচআরসিবি, এস এম হাবিব, সভাপতি, খুলনা প্রেসক্লাব, চন্দন জেড গোমেজ কৌশলগত কর্মসূচি সহায়তা এবং পরামর্শ সেবা বিভাগ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ, Buli Hagidok, আঞ্চলিক মাঠ পরিচালক, দক্ষিণ বাংলাদেশ অঞ্চল, ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "মানবাধিকার কমিশন সমাজে বিদ্যমান প্রতিটি অবিচার এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে কাজ করছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে আমাদের প্রত্যেকটি শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণ যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি শিশু-অধিকার প্রতিষ্ঠাও জরুরি।"

মোঃ ফায়েকউজ্জামান, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, "প্রত্যেক নাগরিকেরই একটি আদর্শ জগৎ তৈরীর নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে এবং সে দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকে যদি আগ্রহান্বিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমরা পৃথিবিটাকেই বদলে ফেলতে পারি এবং মানব জাতির সকল অধিকারই প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমরা যদি ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দায়িত্বের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি সেক্টর থেকে অবদান পেতে হবে।"

এস এম হাবিব, সভাপতি, খুলনা প্রেসক্লাব উল্লেখ করেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে যে লক্ষ্যগুলো শুধু সরকারের নয়, উপরন্তু, এগুলো আমাদের সকরের। সুতরাং, লক্ষ্য পূরণে আমাদের সকলের দায়িত্ব নিতে হবে।"

মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খুলনা বলেন, "এ সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিগণ পরিবর্তনের প্রধান প্রধান এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে এবং আমরা এসডিজির লক্ষ্যসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারি।"

এইচআইভি/ এইডস পজিটিভ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে ১৫ মার্চ ২০১৭ কমিশন অফিসে **এইচআইভি/ এইডস পজিটিভ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার** শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "এইচআইভি/ এইডস ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বজুড়েই ব্যক্তি তথা সম্প্রদায়ের ওপর এইচআইভি-র বিস্তার ও প্রভাবের সাথে মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত।" তিনি আরও বলেন, "মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা রোগটির বিস্তার বাড়িয়ে দিতে এবং এর প্রভাবকে অবনতিশীল করতে মারাত্মক ভূমিকা রাখতে পারে, যেখানে একই সঙ্গে এইচআইভি-ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে শ্লথ করে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।" তিনি এইচআইভি পজিটিভ জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এবিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা তৈরীর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণ (এনএইচআরসিবির মাননীয় চেয়ারম্যান, মাঝখানে)

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন: মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ

সাম্প্রতিক সময়ে এনএইচআরসিবি অনেকগুলো জেলায় মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। ১১ এপ্রিল ২০১৭ জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ সাথে যৌথভাবে কমিশন **মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন: মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা** শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। এটি এনএইচআরসিবি কর্তৃক জেলা পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বছরব্যাপী ক্যাম্পেইনের অংশ। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। শায়লা ফারজানা, জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া, মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, এনএইচআরসিবি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলায় মানবাধিকার শিক্ষার ওপর বহুসংখ্যক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে আয়োজন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা এবং যশোর এর নাম উল্লেখ্য।

অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত পরামর্শ সভা

Participants at the workshop (Hon'ble Chairman, NHRCB at the middle)

সুপারিশসমূহ

- নিয়োগকারী এজেন্সিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে তাদেরকে নিবির পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনাধীন রাখা দরকার;
- সিএমডব্লিউ, বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিধানাবলী এবং নীতিমালার বাস্তবায়নই হওয়া উচিৎ প্রধান বিবেচ্য;
- বাংলাদেশী বিদেশ মিশনগুলো প্রয়োজনীয় জনবল দ্বারা প্রস্তুত রাখা উচিৎ যাতে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যন্ত্রনার বিষয়গুলো সঠিকভাবে সমাধান করা যায়;
- "অবৈধ অভিবাসী" কথার বদলে "অনিয়মিত অভিবাসী" কথা প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিৎ;
- এনএইচআরসিবি অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য গ্রহণকারী দেশসমূহের এনএইচআরআইগুলোর সাথে এমওইউ স্বাক্ষর করতে পারে;
- বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিৎ;

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নিজ দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে **বাংলাদেশে অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়ন** শীর্ষক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। পরামর্শ সভায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এবং মত প্রকাশ করেন, "যেহেতু আমরা জাতিসংঘের সদস্য আমাদেরকে তালিকাভূক্ত অনেক ইস্যুতেই কথা বলতে হয়। মাঃ নজরুল ইসলাম, সার্বক্ষণিক সদস্য, এনএইচআরসিবি পরামর্শ সভাটি সঞ্চালনা করেন এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরেন।

৭.৬ গবেষণা ও প্রকাশনা

২০১৭ সালে এনএইচআরসিবি তিনটি বিষয়ে গবেষণা প্রকাশ করে। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে বাংলায় মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র বুকলেট আকারে, নিউজলেটার এবং ব্রশিয়ার রয়েছে।

ক্র:নং	গবেষণা / প্রকাশনার শিরোনাম	গবেষক / প্রকাশক
০১	সমভূমি অঞ্চলের নৃ-গোষ্ঠীর ভূমির অধিকারঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়	প্রফেসর ডঃ নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ
০২	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মানবাধিকার লংঘনঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়	প্রফেসর সুচিতা শারমিন
০৩	দলিত, হরিজন, হাযরা এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর একটি পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়	মোঃ মফিজুর রহমান

৭.৭ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(অন্যান্য বছরের মত ২০১৭ সালেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গণমাধ্যমে সরব ছিল।)

প্রেসরিলিজ সমূহের বিবরণ	তারিখ
বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০১৭	১১.১২.১৭
UNSRSG – র প্রমীলা প্যাটেন এর সাথে মিটিং	১১.১১.১৭
মোবাশ্বের হাসান-এর অপহরণ সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বেগ	০৯.১১.১৭
কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্রান্ত পরামর্শ সভা	১৫.১০.১৭
নারী অধিকার বিষয়েও পুরুষের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হওয়া উচিৎ	১৪.১০.১৭
মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন: এনএইচআরসিবি বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানায়	১১.১০.১৭
এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান এবং কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধানের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত	১২.১০.১৭
রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুদের ব্যবহার করা কাঙ্খিত নয়	১৪.১০.১৭
রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শণ	০৯.১০.১৭
যারা মামলা চালিয়ে নিতে ভয় পাচ্ছে এনএইচআরসিবি তাদের পাশে দাঁড়াবেঃ কাজী রিয়াজুল হক	১৬.১০.১৭
ইউপিআর-এর ওপর পরামর্শ সভা	২৮.০৯.১৭
অনিরুদ্ধ রায় অপহরণ বিষয়ে এনএইচআরসিবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র লিখেছে	০৫.০৯.১৭
আব্দুল জব্বারের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবি শোক প্রকাশ করে	৩০.০৮.১৭
নিখোঁজের ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ	২৯.০৮.১৭
ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ	১০.০৮.১৭
লংগদু ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ	০২.০৭.১৭
জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত	০২.০৭.১৭
রাষ্ট্রপতি শিশুশ্রম বন্ধকরণে যৌথ প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়েছেন	২০.০৬.১৭
এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান হযরত আলীর বাড়ী পরিদর্শণ করেন যে তার নয় বছরের মেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছে	০৪.০৫.১৭
এনএইচআরসিবি রোমেল চাকমা খুনের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে	২৪.০৪.১৭

প্রেসরিলিজ সমূহের বিবরণ	তারিখ
আইনি সহায়তা শুধুমাত্র একটি সাহায্য নয়, এটি একটি অধিকারঃ কাজী রিয়াজুল হক	২৬.০৪.১৭
বৈষম্য-নিরোধ আইন প্রণয়ন একটি জরুরি বিষয়	২১.০৩.১৭
এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শণ করেন	২৬.০২.১৭
মানবসেতুর ওপর দিয়ে জুতা পায়ে হাটার নিন্দা জানান মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	০৩.২.১৭
দর্শন শাস্ত্রের ছাত্ররা চরমপন্থা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারেঃ এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান	০৪.০২.১৭
আইন প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে এনএইচআরসিবি অনুসন্ধান করতে চায়	১২.০১.১৭
শিশু নির্যাতন কমেছে কিন্তু অপরাধের তীব্রতা বেড়েছে	১৮.০১.১৭
এনএইচআরসিবি ডিএনসিসি মার্কেটে অগ্নিকান্ডের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে	০৫.০১.১৭
এনএসআরাাইসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তা উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনারু	২৯.০১.১৭

৭.৮ এনএইচআরসিবি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ ২০০৯ সাল থেকেই একটি প্রযুক্তি-নির্ভর রূপকল্প অনুসরন করে চলছে যার নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে এ দেশ মরিয়া হয়ে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারগুলোকে স্বল্প-আয়ের নাগরিক বিশেষ করে যারা দূরবর্তী গ্রাম্য এলাকায় বসবাস করে তাদের নাগালের বাইরের একটি দুষ্প্রবেশ্য সত্ত্বা হিসেবে প্রায়শই মনে করা হয়। জটিল (ঘোরানো-পেচানো) আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ মানবাধিকার এবং সরকারি সেবাসমূহ গ্রহণ-প্রচেষ্টায় জনগণকে হতাশাগ্রস্থ করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা জনগণের জন্য দুরুহ হয়ে পড়ে কারণ তারা ন্যায় বিচার পেতে ব্যর্থ হয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সবচেয়ে যে চ্যালেঞ্জিং ও আশাপ্রদ কাজটি হাতে নিয়েছে তা হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্স স্থাপন। একটি দূরবর্তী ঘটনাস্থল সশরীরে পরিদর্শণের চেয়ে একটি জীবন্ত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা আরও বেশী কার্যকর। কারণ সারা বাংলাদেশ-ব্যাপী মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে বহুক্ষেত্রেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সশরীরে বা সরেজমিনে গিয়ে পরিদর্শণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ সময়-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহজেই অভিযোগের শুনানি করা, অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো, জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা সকল শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় সরকারি দপ্তরগুলোর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারবে। তাছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুর সুবাদে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে দূরবর্তী ঘটনাস্থলে তদন্ত দল প্রেরণে যে প্রচুর অর্থব্যয় করার প্রয়োজন হয় তাও কমে আসবে। বর্তমানে কমিশন ঢাকার কাওরানবাজারস্থ প্রধান কার্যালয়সহ রাঙ্গামাটি ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়েও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে দ্রুততর সময়ের মধ্যে দূরবর্তী স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়া, কমিশন এর নিজস্ব ইউ-টিউব চ্যানেল চালু করেছে যার মাধ্যমে কর্মসূচি, ডকুমেন্টারি, সংবাদ ইত্যাদি প্রধিকার অনুযায়ী অপলোড করা ও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সহজভাবে জনগণের নিকট সেবা পৌঁছে দিতে আমরা সামাজিক মিডিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করি। ফেইসবুকের মাধ্যমে আমরা অভিযোগ গ্রহণ করি এবং অভিযোগ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর, আনুষঙ্গিক তথ্য, সংবাদ ও মানবাধিকার শিক্ষা ইত্যাদি জনগণ পেয়ে যায়। জনগণকে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার অংশ হিসাবে কমিশনের সুয়োমটো মামলাগুলো যেমন ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে তেমনি প্রাপ্ত অভিযোগের বিস্তারিত পরিসংখ্যানও ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে।

অধ্যায়: ৮

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

৮.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ঢাকায় এপিএফ ওয়ার্কশপ আয়োজন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের সাথে যৌথভাবে অক্টোবর ২০১৭ মাসে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ এপিএফ কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। ওয়ার্কশপটিতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২০টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ওয়ার্কশপটি উদ্বোধন করেন।

সামাজিক মাধ্যম এবং ভিডিওগ্রাফী সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা বিস্তার এবং এ্যাডভোকেসি-মূলক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পর্যবসিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০টি দেশের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীগণ এ ওয়ার্কশপে তাদের কাজকে পাকাপোক্ত করার জন্য কিভাবে ডিজিটাল গল্প তৈরী করতে হয় তা শিখতে পেরেছে।

এপিএফ কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ওয়ার্কশপে যোগদানকারীগণ তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় সভাসমূহের অংশ হিসাবে ভিডিও ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার মৌল বিষয়গুলো, কিভাবে স্মার্টফোনে ধারণকৃত ইন্টারভিউ সম্পাদনা করা যায়, অতিরিক্ত ফুটেজ এবং সঙ্গীতের মিশ্রণ যুক্ত করা যায় তা শিক্ষার সুযোগ পায়। অনুষ্ঠানের সমাপনী সেশনের পর সকল অংশগ্রহণকারী মিলে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তথ্যচিত্র তৈরী করে যাতে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশের নারী ও মেয়েদের লিঙ্গ-সমতার চিত্রসমূহ ফুটে ওঠে। এপিএফ কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ জেমস লিফে, যিনি ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন বলেন, " সৎ ও বস্তনিষ্ঠ গল্পসমূহ সবসময়ই মানবাধিকারের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।"

৮.২ কমিশন কর্তৃক জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটিতে আইসিসিপিআর এর ওপর রিপোর্ট দাখিল

গত ৬-৭ মার্চ, ২০১৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে আইসিসিপিআর-এর উপর জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সভায় যোগদান করেন। কমিশন এর নিজস্ব স্বাধীন প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করেন। সভাটি আয়োজনের উপলক্ষ ছিল জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে যেসকল ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। কমিটি তার সমাপনী মন্তব্য সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘন-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ কমিশন রাষ্ট্রীয় কর্মীবাহিনী যেমন-পুলিশ, মিলিটারী, নিরাপত্তা বাহিনী এদের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের উপর কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। কমিটির আরও উদ্বেগের বিষয় এই যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ ও জনবল বর্তমানে নেই। তাই, কমিটি সুপারিশ করে যে, সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যাতে কমিশন রাষ্ট্রীয় কর্মীবাহিনী যেমন-পুলিশ, মিলিটারী, নিরাপত্তা বাহিনী এদের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের উপর তদন্তসহ অন্যান্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। কমিটি আরও সুপারিশ করে যে, সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য যথেষ্ট অর্থ ও জনবল বৃদ্ধি করবে যাতে কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে এবং প্যারিস নীতিমালার আলোকে তার আইনি ক্ষমতা পরিপালনে সক্ষম হয়।

৮.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ইউপিআর রিপোর্ট ২০১৭ দাখিল

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ-কে আমরা যেমন জানি তা হচ্ছে একটি রাষ্ট্র-চালিত কার্য অনুশীলন, কিন্তু এর সহজাত বৈশিষ্টের কারণে ইউপিআর মানবাধিকারের অঙ্গীকার ও বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং এ্যাডভোকেসি পরিচালনার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটিকে সংশ্লিষ্ট করে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ১ম ও ২য় পর্যায়ের ইউপিআর পর্যালোচনার মুখোমুখি হয়েছে এবং ৩য় পর্যায়ে ২০১৮ সনে মুখোমুখি হওয়া ধার্য আছে। ২০১৭ সনে কমিশন ইউপিআর রিপোর্ট

প্রস্তুত করে এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে দাখিল করে। তার পূর্বে কমিশন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কয়েকটি পরামর্শ সভা ও একটি মোক-ইউপিআর অনুষ্ঠান আয়োজন করে খসরা ইউপিআর প্রতিবেদন ২০১৭ প্রস্তুতির জন্য।

৮.৪ আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ

৮.৪.১ এনএইচআরআই অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও নেপালে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বিভিন্ন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা-বিনিময় সফর একে অপরের ভাল অভ্যাসগুলো শিখতে ও অনুসরন করতে সুযোগ সৃষ্টি করে। সমআদর্শের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশে ২০১৭ সনে কমিশন ৩ (তিন)টি দলকে এনএইচআরআই থাইল্যান্ড, ভারত ও নেপালে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করে। মানবাধিকার কমিশন, থাইল্যান্ডে যে দলটি গিয়েছিল সেটিতে ছিলেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আকতার হোসেন ও বাঞ্ছিতা চাকমা এবং মোঃ শরিফউদ্দিন, পরিচালক, অভিযোগ ও তদন্ত, মোঃ ইসরাত হোসেন খান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, ফারহানা সাইয়েদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও মোঃ আযহার হোসেন, সহকারি পরিচালক, প্রশিক্ষণ।

কমিশন থেকে প্রেরিত দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্বে ছিলেন কমিশনের সদস্য নুরুন্নাহার ওসমানী এবং দলে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোঃ শরিফউদ্দিন, পরিচালক, অভিযোগ ও তদন্ত, গাজী সালাহউদ্দিন, উপ পরিচালক (চদা) অভিযোগ ও তদন্ত, সুস্মিতা পাইক, উপ পরিচালক (চদা) অভিযোগ ও তদন্ত, নাঈমা প্রধান, সহকারি পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ এবং জুম্মন হোসেন, সুপারিন্টেন্ড, হিসাব শাখা। তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়া সফরে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় দলটির নেতৃত্বে ছিলেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং দলে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হিরণ্ময় বাড়ৈ, সচিব, ফারজানা নাজনীন তুলতুল, সহকারি পরিচালক, সমাজসেবা ও পরামর্শ, মোঃ সাজ্জাতুর রহমান, সহকারি পরিচালক, গবেষণা ও মোঃ তৌহিদ খান, সহকারি পরিচালক, তথ্য-প্রযুক্তি। তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নেপাল সফরে গিয়েছিলেন।

৮.৪.২ আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ-গ্রুপ সভায় যোগদান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক অনলাইন নিরাপত্তাসহ শিশু যৌন নিপীড়ন ও অপব্যবহারের উপর খসড়া আঞ্চলিক কর্মকৌশল পর্যালোচনার জন্য শ্রিলংকায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ-গ্রুপ সভায় যোগদান করেন। সভাটি আগস্ট ২০১৭ মাসে শ্রিলংকার কলম্বোতে SAIEVAC, Global Fund ও মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, শ্রিলংকা কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত হয়। সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট সেসনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের বাস্তবতার আলোকে শিশু অধিকার পরিস্থিতি, এর উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ে বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

৮.৪.৩ নেপালে অনুষ্ঠিত "Using Interactive Technology for Police Training and Public Engagement: Showcasing the Virtual Police Station" শীর্ষক কনফারেন্সে যোগদান

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (CHRI), নতুন দিল্লীতে অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যারা ভারতে ও দক্ষিণ এশিয়ায় পুলিশী কার্যক্রমের মানোন্নয়নে প্রায় এক দশক ধরে কাজ করে আসছে তারাই উপরোল্লিখিত শিরোনামের কনফারেন্সটি আয়োজন করেছে। কনফারেন্সটি নেপালের কাঠমুন্ডুতে অক্টোবর ২০১৭-এ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ থেকে মোঃ শরিফউদ্দিন, পরিচালক, অভিযোগ ও তদন্ত কনফারেন্সে যোগদান করেন। কনফারেন্সটির উদ্দেশ্য ছিল ভারচুয়্যাল পুলিশ ষ্টেশন (VPS) নামক একটি ই-লার্নিং কৌশল যেটি ভারতের রাজস্থান পুলিশ সূচনা করেছে তা উপস্থাপন ও প্রদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

৮.৪.৪ থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত **"Indigenous Navigator"** শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আকতার হোসেন ও বাঞ্ছিতা চাকমার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Danish Institute for Human Rights কর্তৃক জুন ২০১৭ তে আয়োজিত **"Indigenous Navigator"** শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন। ওয়ার্কশপটি থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় কমিশনসমূহের ভূমিকা কিভাবে আরও জোরদার করা যায় এবং বিশেষ করে এজেন্ডা-২০৩০ বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সেবিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮.৪.৫ দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত **"Human Rights Policy Development"** শীর্ষক ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগদান

২০১৭ সনের জুন মাসে KOICA আয়োজিত **"Human Rights Policy Development"** শীর্ষক ফেলোশিপ প্রোগ্রামে কমিশনের সচিব জনাব হিরণ্ময় বাড়ৈ এবং উপ পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ জনাব কাজী আরফান আশিক যোগদান করেন। প্রোগ্রামটি বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য এমনভাবে তৈরী ও পরিচালনা করা হয় যাতে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষা-কল্পে গৃহিত পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৮.৪.৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব জনাব হিরণ্ময় বাড়ৈ ২০১৭ সনের আগষ্ট মাসে উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তাদের **(SEO)** জন্য এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম (APF) কর্তৃক আয়োজিত **Network Meeting** -এ যোগদান করেন।

উক্ত সভাটি মালয়েশিয়ার মালাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি এপিএফ-সদস্যভুক্ত বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তাদের **(SEO)** জন্য এমনভাবে তৈরী ও পরিচালনা করা হয় যাতে তাদের একত্রিত করে সমমনোভাবাপন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও উত্তম-চর্চ্চাসমূহের বিনিময়ের মাধ্যমে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনকে দক্ষ করা যায়।

৮.৪.৭ মরক্কোতে অনুষ্ঠিত **'The administration of justice and law enforcement: international cooperation and sharing experiences'** শীর্ষক সেমিনারে যোগদান

Convention against Torture Initiative (CTI) হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পদক্ষেপ যেটা চিলি, ঘানা, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কো কর্তৃক পরিচালিত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি সম্পর্কে জাতিসংঘ কনভেনশনের উন্নততর বাস্তবায়ন ও সার্বজনীন প্রয়োগ বা রেটিফিকেশনের উন্নয়ন ঘটানো। CTI এর প্রধান সদস্যরা অর্থাৎ মরক্কো ও ইন্দোনেশিয়ার সরকার এবং Wilton Park যৌথভাবে অক্টোবর ২০১৭তে মরক্কোর ফেস-এ "The administration of justice and law enforcement: international cooperation and sharing experiences" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। কমিশনের উপ পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অভিযোগ ও তদন্ত, মোঃ রবিউল ইসলাম সেমিনারে যোগদান করেন। সেমিনারটির উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার ও সাময়িক আটকাবস্থায় আইনি সুরক্ষা প্রদানে যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হয় বা অভিজ্ঞতার প্রচলন আছে তা আবিষ্কার করা এবং সন্দেহভাজন, স্বাক্ষী ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন বা প্রশ্ন করার সর্বশেষ-ধরণের কৌশল বিনিময় তথা পুলিশী সেবা ও আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত উত্তম ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতিসমূহের বিনিময়।

অধ্যায়: ৯

প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়

২০০৯ সালের ৫৩ নং আইনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারাদেশে এর কর্মপ্রচেষ্টাসমূহের পরিধি সম্প্রসারন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ্যাডভোকেসি পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে যথেষ্ট পরিমানে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সাফল্যের পরিমান এখনও কম দৃশ্যমান মনে হলেও মাঠপ্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং কমিশন তার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে এগিয়ে চলছে- যেগুলোর মধ্যে আছে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং কমিশনের রূপকল্প অর্থাৎ নির্যাতন, বৈষম্য ও মানবাধিকার-লংঘন বিহীন একটি অধিকার-কেন্দ্রিক অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মান। এবিষয়ে যদিও দাবী করা যায় যে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যব্যবস্থা গ্রহনে কমিশন একধরনের সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে সেবা প্রদানে কমিশন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত এবং ইহা বহু মানুষের মনেই প্রচুর আশাবাদের জন্ম দিয়েছে যে ভবিষ্যতে কমিশন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য আরও ভাল সেবা প্রদানে সক্ষম হবে, তবুও, বাস্তবিক পক্ষে, কমিশনের সামনে অতিক্রম করার মত অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েই গেছে।

লোকবল স্বল্পতাকে কমিশনের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে চেয়ারম্যান এবং ছয় জন সদস্য ব্যতীত কমিশনে একজন সচিব ও ৪৭ জন কর্মকর্তা / কর্মচারী কর্মরত আছেন। ১৪১ টি পদ বিশিষ্ট কমিশনের প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আশা করা যায় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কমিশনের সক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধানে আশু ফল পাওয়া যাবে। কমিশনের সাফল্য বেশীরভাগ নির্ভরশীল অভ্যন্তরীন কর্মকর্তা কর্মচারীদের একনিষ্ঠতা ও কর্মতৎপরতার ওপর। তাই, সাময়িক লোকবল সমস্যা অতিক্রমনের উদ্দেশে কমিশন তাদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়তর প্রশিক্ষণ প্রদানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং কমিশনের কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়নে প্রচুর অবদান রখেছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মধ্যে কিছু ছিল KOICA, APF ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আয়োজিত এবং কতকগুলো ছিল অনলাইন থিমেটিক ইস্যু-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যা সরকার, ইউএনডিপি এবং আয়োজকদের অর্থায়নে বিভিন্ন NHRI, GANHRI, APF এবং অন্যান্যরা আয়োজন করেছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির আওতায় কমিশন সম্প্রতি এর প্রধান দপ্তর স্থানান্তর করে ঢাকার কেন্দ্রে একটি সুবিধাজনক স্থানে পুনর্বিন্যস্ত করেছে যার ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ ও স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে সহজে প্রবেশসহ অনুকুল পরিবেশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য, কমিশন ঢাকাতে এর নিজস্ব জায়গায় একটি স্থায়ী অফিস-ভবন প্রাপ্তির বিষয়েও আশাবাদ পোষণ করছে কারণ উহা হবে কমিশনের নামের সাথে মানানসই এবং এর স্বাধীনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার সাথে প্রাসঙ্গিক। এব্যাপারে শীঘ্রই একটি সমাধান পাওয়া যাবে এ আশায় সরকারের সাথে কমিশনের এ্যাডভোকেসি চলমান আছে।

মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগগুলো কমিশনের মনোযোগ প্রদানের একটি প্রধান বিষয়। প্রত্যেক বছরই অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে কারণ মানুষ ক্রমান্বয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে। কমিশন তার অঙ্গীকার ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন যে কিভাবে মানবাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ দক্ষতার সাথে এবং কার্যকর ও বৈষম্যহীনভাবে নিষ্পত্তি করে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন মিটানো হবে। কিন্তু অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে ডিজিটাল করার কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এবং অনলাইনে অভিযোগ দায়ের ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনও এটা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটালভাবে চালু করা যায়নি।

যদিও কমিশনকে "বি" স্ট্যাটাস থেকে "এ" স্ট্যাটাসে উন্নীত করার বিষয়টি পূর্বের রিপোর্টেই বর্ণিত হয়েছে তবুও এটি এখনও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্যারিস নীতিমালা এবং আইসিসি স্ট্যাটিউটস এর সর্বশেষ আইসিসি সাব-কমিটি অন অ্যাক্রিডিটেশান প্রতিবেদন মার্চ ২০১৫ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশকে 'বি' থেকে "এ" মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার সুপারিশ প্রদান করেনি। এসসিএ থেকে নিম্নরূপ মতামত দেওয়া হয়েছিলঃ

ক. কমিশনকে আরও বিস্তৃত ম্যান্ডেট দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যেন কমিশন সকল ধরনের মানবাধিকার লংঘনের তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে এমনকি সেটা যদি পুলিশ বাহিনী বা কোনো নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধেও হয়।

খ. যে মনোনয়ন কমিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনোনয়ন করেন তারা প্রাথমিকভাবেই সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তদের দ্বারা গঠিত এবং কমিটির কোরাম গঠন কেবল ঐসকল সদস্যদের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হতে পারছে। একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক মনোনয়ন পদ্ধতিই কমিশনের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা উন্নীত করতে পারে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ. কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রেষনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন পর্যায়ে জনবল নিয়োগের ফলে কমিশনের স্বাধীন সত্তা বিকাশে প্রশ্নের সম্মুখীন।

এ বিষয়ে কমিশন সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাচ্ছে যা শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের একটি পথ তৈরী করে দিবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা এটাকে প্রকৃত ভিত্তির ওপর শক্তিশালী করার পর্যায়েই পড়ে। সংবিধানে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেটিকেই সংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। বিভিন্ন দেশেই জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংবিধানিক মর্যাদা আছে। একটি সাংবিধানিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠান হওয়া মানে একটি আদর্শ জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও মর্যাদা উপভোগ করা; তাই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আশা পোষণ করে যে কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হবে। এমনটি হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অন্যান্য সাংবিধানিক মর্যাদায় আসীন কমিশন অর্থাৎ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদির মত নতুন পরিচিতি ও মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। সাংবিধানিক মর্যাদা শুধুমাত্র কমিশনকে ক্ষমতায়িতই করবে না এটা দেশে মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে এমনভাবে অবদান রাখবে যে কমিশনের এবং দেশের ভাবমুর্তি ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মানের পথে এখনও প্রচুর চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যদিও বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, আইনের শাসন ইত্যাদিতে বিশাল উন্নতি সাধিত হয়েছে, তবুও, আমাদের আত্মতৃপ্ত থাকার অবকাশ নাই। অনেক উদ্বেগের বিষয়ই রয়ে গেছে যেগুলোকে সমাধান করতে হবে। কতকগুলো পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, বিপন্ন মানুষ, নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়সমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিদ্যমান। কার্যনির্বাহ পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের অমিল, বেহিসাব, দুর্নীতি, শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে, সামাজিক জীবনে রয়েছে বিভিন্ন সংঘর্ষ এবং ফাটল যেগুলোর চিকিৎসা এবং নিরাময় প্রয়োজন।

এসডিজি-সমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এসডিজি-১৬ হচ্ছে মূল চাবিকাঠি। এটা পরিষ্কারভাবেই মানবাধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, ন্যায় ও শান্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে। এসডিজি-র সফল বাস্তবায়ন এককভাবেই পারে সরকারের অধীনস্থ সকল খাতকে চাঙ্গা করতে। এসডিজি-র নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করলেই সরকার প্রাধিকার এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। অবহেলিত এলাকাগুলো এবং ঝুঁকিগ্রস্থ শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষাভিসারী হস্তক্ষেপ সম্প্রসারণে সরকারকে মাঝেমধ্যে কর্মকৌশল পুনর্নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে যাতে কেউই পিছিয়ে পড়ে না থাকে। বৈষম্যজনিত সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত সহ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা খাতে ব্যাপক অর্থায়ন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার সমুন্নত করা যাবে যদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়।

সংযুক্তি

০১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

কোড নং	খাতের নাম	বরাদ্দের বিভাজন	সংশোধিত বরাদ্দের বিভাজন	৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
		২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭
৫৯০১	**সাধারণ মঞ্জুরি**				
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৭৪,০০,০০০	১,০৭,৫০,০০০	১,০৬,৬০,৭৪১	৮৯,২৫৯
	উপমোট-অফিসারদের বেতন	**৭৪,০০,০০০**	**১,০৭,৫০,০০০**	**১,০৬,৬০,৭৪১**	**৮৯,২৫৯**
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	১৪,৫০,০০০	১০,৯৫,০০০	১০,৭৮,৭৯০	১৬,২১০
	উপমোট-প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	**১৪,৫০,০০০**	**১০,৯৫,০০০**	**১০,৭৮,৭৯০**	**১৬,২১০**
৪৭০০	**ভাতাদি**				
৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪৪,০০,০০০	৫০,১০,০০০	৪৯,৫৭,৩৮১	৫২,৬১৯
৪৭০৯	শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	৪,০০,০০০	১,৬০,০০০	৮৩,৭৪০	৭৬,২৬০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	১৮,৪০,০০০	১৭,৯০,০০০	১৬,৯৩,৬৯৩	৯৬,৩০৭
৪৭১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০০,০০০	১,৮৬,০০০	১,৮৫,১০৮	৮৯২
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৪,০০,০০০	৪,৪৭,০০০	৪,৪১,৭৬২	৫,২৩৮
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	২,০০,০০০	১,৬০,০০০	১,৫৫,৮১৫	৪,১৮৫
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৩৫,০০০	১৯,০০০	১৯,০০০	০
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৫০,০০০	২৫,০০০	২৩,৮৪৪	১,১৫৬
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৫০,০০০	২১,০০০	২১,০০০	০
৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা	৮০,০০০	২০,০০০	১৯,২০০	৮০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	১০,০০,০০০	২০,০৮,০০০	২০,০৭,০৬০	৯৪০
	উপমোট-ভাতাদি	**৮৬,৫৫,০০০**	**৯৮,৪৬,০০০**	**৯৬,০৭,৬০৩**	**২,৩৮,৩৯৭**
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৫,০০,০০০	৩৫,০০,০০০	৩৪,৮২,৯৩৪	১৭,০৬৬
৪৮০২	বদলি ব্যয়	১,০০,০০০	১,১০,০০০	৪৪,৪২০	৬৫,৫৮০
৪৮০৫	ওভারটাইম	১,০০,০০০	১,০০,০০০	০	১,০০,০০০
৪৮০৬	ভাড়া অফিস	৬৩,০০,০০০	১,২৪,৮৮,০০০	১,২৪,৫৩,০৪৫	৩৪,৯৫৫
৪৮০৮	ভাড়া সরঞ্জামাদি	৫০,০০০	৫০,০০০	২৩,০০০	২৭,০০০
৪৮১৫	ডাক	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৬৩৮	১,৯৮,৩৬২
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২,৭০,৪২৭	২,২৯,৫৭৩
৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	১,৫১,৬৯২	১,৪৮,৩০৮
৪৮১৯	পানি	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	৭০,৬৫৮	৭৯,৩৪২
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৬,০০,০০০	৭,০০,০০০	২,৫৭,৪১১	৪,৪২,৫৮৯
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	১০,০০০	১০,০০০	৭,৬৪৫	২,৩৫৫
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	৯,৫৮,২৯৫	৪১,৭০৫
৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জেস	২,০০,০০০	৩,০৭,০০০	৩,০৩,০৫৫	৩,৯৪৫
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৭,০০,০০০	৭,০০,০০০	৫,৩৩,৭৪৩	১,৬৬,২৫৭
৪৮২৮	স্টেশনারী ,সীল ও স্ট্যাম্প	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	১,৯৩,৮৯৪	৪,০৬,১০৬
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	২০,০০,০০০	১৫,৫০,০০০	০	১৫,৫০,০০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	২,৪০,৩৭৮	৩,৫৯,৬২২
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৩,৪১,৭০৭	১,৫৮,২৯৩
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০,০০,০০০	৯,০০,০০০	১,৬৭,৪৭০	৭,৩২,৫৩০
৪৮৪১	আইসিটি/ই-গর্ভনেনস	০	২,০০,০০০	০	২,০০,০০০
৪৮৪২	সেমিনার,কনফারেন্স	১৫,০০,০০০	২০,০০,০০০	১৮,৮১,৯৫৭	১,১৮,০৪৩

কোড নং	খাতের নাম	বরাদ্দের বিভাজন	সংশোধিত বরাদ্দের বিভাজন	৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
		২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২,৫২,৩৯৬	২,৪৭,৬০৪
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০	১২,২৪,৩৬৬	৭,৭৫,৬৩৪
৪৮৫১	শ্রমিক মজুরি	৫০,০০০	১,৫০,০০০	৯১,২২০	৫৮,৭৮০
৪৮৬৯	চিকিৎসা ব্যয়	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	৬,৯০,৯৮৯	৮,০৯,০১১
৪৮৭৭	প্রাধিকার ভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬,৩৫,০০০	৬,৬২,০০০	৬,৬১,৫০০	৫০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	০	২,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৪৮৮৩	সম্মনী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	৬,০০,০০০	১৮,০০,০০০	১৫,৮৯,৯২০	২,১০,০৮০
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	১,৬৬,৬০৩	২,৩৩,৩৯৭
৪৮৯৮	বিশেষ ব্যয়	৫০,০০০	৪০,০০০	২৫,৬৪০	১৪,৩৬০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৩৫,০০,০০০	৮০,০০,০০০	৭৫,০৯,২২৬	৪,৯০,৭৭৪
	উপমোট-সরবরাহ ও সেবাঃ	**২,৭৬,৪৫,০০০**	**৪,২৭,১৭,০০০**	**৩,৪৬,৯৫,২২৯**	**৮০,২১,৭৭১**
৪৯০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ**				
৪৯০১	মোটর যানবাহন	৯,০০,০০০	৭,০০,০০০	৫,৪৩,৪৬০	১,৫৬,৫৪০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	৫০,০০০	২০,০০০	০	২০,০০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	৩,০০,০০০	১,৫৫,০০০	১,০৬,৫৬০	৪৮,৪৪০
	উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	**১২,৫০,০০০**	**৮,৭৫,০০০**	**৬,৫০,০২০**	**২,২৪,৯৮০**
৫৯৯৮	**মূলধন মঞ্জুরি**				
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**				
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৬,০০,০০০	১৫,০০,০০০	৪,৩৩,৯৪২	১০,৬৬,০৫৮
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৬,০০,০০০	৯,৪০,০০০	৯,২৭,০৫০	১২,৯৫০
৬৮২১	আসবাবপত্র	৩,০০,০০০	১৮,১৭,০০০	১৮,১৬,৯৬০	৪০
৬৮৫৩	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	১,০০,০০০	১,০০,০০০	০	১,০০,০০০
	উপমোট-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	**১৬,০০,০০০**	**৪৩,৫৭,০০০**	**৩১,৭৭,৯৫২**	**১১,৭৯,০৪৮**
	সর্বমোটঃ	**৪,৮০,০০,০০০**	**৬,৯৬,৪০,০০০**	**৫,৯৮,৭০,৩৩৫**	**৯৭,৬৯,৬৬৫**

০২: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

নাম	পদবী	ছবি
কাজী রিয়াজুল হক	চেয়ারম্যান	
মো. নজরুল ইসলাম	সার্বক্ষণিক সদস্য	
নুরুন নাহার ওসমানী	সদস্য	
এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য	
অধ্যাপক আখতার হোসেন	সদস্য	
বাঞ্ছিতা চাকমা	সদস্য	
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা	সদস্য	

০৩: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নাম	পদবি	ই-মেইল
হিরণ্ময় বাড়ৈ	সচিব	secretary@nhrc.org.bd
আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর	পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	director.complaint@nhrc.org.bd
কাজী আরফান আশিক	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	director.admin@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন	উপ- পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	gaji.complaint@nhrc.org.bd
এম. রবিউল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	rabiul.complaint@nhrc.org.bd
সুস্মিতা পাইক	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	susmita.complaint@nhrc.org.bd
মোঃ জামাল উদ্দীন	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	ad.finance@nhrc.org.bd
ফারজানা নাজনীন তুলতুল	সহকারী পরিচালক (সমাজসেবা ও কাউন্সিলিং)	ad.counseling@nhrc.org.bd
ফারহানা সাঈদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা	pro@nhrc.org.bd
মোঃ আজহার হোসেন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ad.training@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ তৌহিদ খান	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	ad.it@nhrc.org.bd
নুসরাত জাহান	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	ps.chairman@nhrc.org.bd
জেসমিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা)	ad.mediation@nhrc.org.bd
মোঃ শাহ পরান	সহকারী পরিচালক (আইন)	ad.law@nhrc.org.bd
মোঃ জুম্মান হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট (একাউন্ট)	superintendent@nhrc.org.bd

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েব সাইট : www.nhrc.org.bd
পিএবিএক্স : 02-55013726-28, Email: info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইন : 16108